প্রথম প্রকাশ : বর্ষা ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীগিরিজা দত্ত
সেকাল-একাল
৭ টেমার লেন
কোলকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীপ্রবীর কুমার ধর
শাশ্বতী প্রেস
৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কোলকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীরাসবিহারী বসু

সূচীপত্র

আমেরিকা

সম্পাদকীয়

সূর্যের প্রতিবেশী

এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম প্রেরণা পেয়েছি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তাঁর বিশেষ সহযোগিতা ব্যতীত গ্রন্থটি প্রকাশ সম্ভব হত না। বইটির নামকরণ করে দিয়েছেন কৃষ্ণ ধর। শারদীয় গণবার্তার সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং শারদীয় ছাত্রের সম্পাদক প্রণব মুখার্জী উক্ত সংখ্যাগুলি থেকে নিগ্রো কবিতাগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে অসীম ঋণে আবদ্ধ করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন বসু সব সময় উপদেশ দিয়ে ও অন্যান্যভাবে যে সাহায্য করেছেন, তা অপূরণীয়। অরবিন্দ পোদ্দার, মনোজ দত্ত সুনীল বসু রঞ্জিত দেব অশোক চট্টোপাধ্যায় সত্য সাঁই বরুণ মজুমদার আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়া যাঁরা এই গ্রন্থে কবিতা অনুবাদ করে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের কাছেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

নিগ্রো জাতীয় সঙ্গীত

জেমস ওয়েল্ডন জনসন

সুর যোজনা : রোসামণ্ড জনসন

প্রতি কণ্ঠকে সোচ্চার ক'রে উচ্চে তোল উচ্চে
হানো সঙ্গীত আনো সেই গান—
এই মেদিনীর বুকে যতখন নীল আকাশের বুকে যতখন
এই সঙ্গীত তোলে মূর্ছনা তোলে কম্পন, মন ততখন
হানো সেই গান গাও সেই গান, সেই
মুক্তির সুরে মহীয়ান্ মহা-একতান ॥
এই উল্লাস যাক ঊর্ধ্বে যাক ভেসে যাক—
সেই আকাশের পানে উচ্চে যে কান পেতে আছে নির্বাক্
সেথা প্রতিহত হয়ে সেই সুর সেই সঙ্গীত ওই
সাগরের গুরুগর্জনে পাক ছাড়া পাক ॥
আঁধার অতীত যে-গান শেখালো সেই গান, সেই
বিশ্বাসে-ভরা সঙ্গীতে ঢালো মনপ্রাণ,—
যে-সুর ছড়ালো এখন বর্তমান সেই
আশায়-ভরানো রাগিণীতে তোল একতান !
এখন উদয়-সূর্যের মুখোমুখি
সুরু হল সাথী আমাদের নওরোজ—
চল যাই চল কদম মিলিয়ে নির্ভয়
যতদিন হই মহান্ বিজয়ে মহীয়ান্ ॥
যে পথে হেঁটেছি সে-পথ পাথর-ছড়ানো
শাসনের ছড়ি এ শোণিতে জ্বালা-ধরানো
অজাত আশারা যখন মরেছে এ বুকে
সেদিন সে-বোধ ছিল যে হৃদয়-ভরানো।
তবুও দৃপ্ত ছন্দে এ পদ ক্লান্ত
আসেনি কি সেই তীর্থে মহান্-তীর্থে,—

পিতামহদের শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস
যে-তীর্থ লাগি নিয়ত উঠেছে চিত্তে।
যে-পথে হেঁটেছি কাতর শ্রান্ত ক্লিষ্ট
অশ্রুতে সেই পথের ধূলিরা সিক্ত
কত নিহতের শোণিতে পিছল পথধরে
এসেছি অবশ আমরা বিবশ রিক্ত!
এখন আঁধার অতীত হয়েছে দীর্ণ
হয়েছি কালিমা-তীর্ণ
এখন যেথায় আমরা দাঁড়াই দৃপ্ত
সেথা উজ্জ্বল তারার ধবল-রশ্মি
রয়েছে আকাশে ছড়ানো!

ক্লিষ্ট বরষের হে পিতা, আমাদের নীরব অশ্রুর হে অধিরাজ—
এনেছ আমাদের পথের প্রান্তের পরমতীর্থে এনেছ আজ!
তোমার শক্তিতে আলোক-দীপ্তিতে এনেছ হে পিতা পুত্রদের
তোমার পথপরে রাখিও চিরতরে এখন প্রার্থনা হে মহারাজ!
যেখানে তব সনে মিলেছি এ মিলনে সেপথ হতে চ্যুত না হই আর,
ক্লান্ত এ হৃদয় যেননা কভু হয় নেশায় উন্মাদ জগত-মদিরার
তোমার করতল দিক সে ছায়াতল সেথায় চিরতরে দাঁড়াবো আজ
তোমাতে রবে মতি মাতৃভূমি প্রতি সত্য রব পিতা, হৃদয়-রাজ!

অনুবাদ : অতীন্দ্র মজুমদার

অস্ত্র

আই ডব্লু ডব্লু সিটাস

ও দেশওয়ালী ভাই
তোমাদের গরু ছাগল গেল কোথায় !
যাও, খোঁজ তাদের, খোঁজ তাদের !
বন্দুক সব শিকেয় তোল
কলম ধরো,
কাগজ কালি নিয়ে এসো
সেই তোমাদের ঢাল।
সব অধিকার হারায় তোমাদের
তাই কলম তুলে নাও,
কালিতে ভরো, কালিতে ভরো তাকে
চেয়ারটাতে বসো—
হোহোতে আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই।
বরং কলমে এবার আগুন ছোটাও ॥

অনুবাদ : মন্মুজেশ মিত্র

বিদায়ের মুহূর্তে

আগোসটিনটো নেটো

মা আমার
ও আমার কালো মায়েরা যাদের সন্তানরা আজ মৃত
তুমি আমায় শিখিয়েছো অপেক্ষা করতে এবং আশা করতে
অশান্তির মুহূর্তে তোমরা যা করেছো
কিন্তু আমার মধ্যে মা
জীবন সেই রহস্যময় আশাকে হত্যা করেছে।
আমি আর অপেক্ষা করিনা
কারণ বহুবার আমরা প্রতীক্ষিত থেকেছি
আমরাই আশার মূর্তি
সেই 'বিশ্বাসের' দিকে যাত্রা আমাদের যা জীবনকে খাদ্য দেয়।
স্যাজালাসের বনের উলঙ্গ শিশুরা আমরা
অশিক্ষিত, রাস্তার ছেলে, আমরা ক্রোধের বল নিয়ে খেলি
সমতলে রৌদ্রের দিনে
কফি ক্ষেতে জীবন পুড়িয়ে ফেলার জন্য আমাদের ভাড়া করা হয়
অজ্ঞ কালো মানুষ
শ্বেতকায়দের সম্মান জানাতে বাধ্য আমরা
এবং ধর্ম ভয় করতে
তোমার নোংরা ঘরের সন্তান আমরা
যেখানে বিদ্যুৎ কখনও পৌঁছুবেনা
মানুষ নেশায় মরে যাবে
মৃত্যুর সুন্দর ছন্দ ছাড়াই
তোমার সন্তানরা
ক্ষুধার্ত যারা
তৃষ্ণার্ত যারা
তোমাকে মা ডাকতে যারা লজ্জা পায়
রাস্তা পার হতে যারা ভয় পায়
মানুষকে যারা ভয় পায়
আমরাই
জীবনের আশাকে একদিন ফিরিয়ে আনবো।

অনুবাদ : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

সেই মানুষটি, যে ফসল ফলিয়েছিল

আন্তোনিও জাসিনটো

সেই বিরাট খামারটাতে কোন বৃষ্টি হয় না
আমার কপালের ঘাম দিয়ে গাছগুলিকে তৃষ্ণা মেটাতে হয়।

সেখানে যে কফি ফলে আর চেরীগাছে যে টুকটুকে লাল রঙের বাহার ধরে
তা আমারই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, যা জমে কঠিন হয়েছে।

কফিগুলিকে ভাজা হবে, রোদে শুকুতে হবে, তারপর গুঁড়ো করতে হবে
যতক্ষণ না তাদের গায়ের রঙ হবে আফ্রিকার কুলীর গায়ের রঙে
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ!

আফ্রিকার কুলির জমাট রক্তে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ!

যে পাখীরা গান গায়, তাদের জিজ্ঞাসা কর,
যে ঝর্ণারা নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক ছুটোছুটি ক'রছে, তাদের,
এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্র থেকে যে বাতাস মর্মরিত হচ্ছে, তাদের:

কে ভোর না হ'তেই ওঠে? কে তখন থেকেই খেটে মরে?
কে লাঙ্গল কাঁধে দীর্ঘ রাস্তা কুঁজো হ'য়ে হাঁটে আর কেইবা
শস্যের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত হয়?
কে বীজ বপণ করে আর তার বিনিময়ে যা পায় তা হ'ল
ঘৃণা, বাসি রুটি, পচা মাছের টুকরো,
শতচ্ছিন্ন নোংরা পোষাক, কয়েকটা নয়া পয়সা? আর এর পরেও
কাকে পুরস্কৃত করা হয় চাবুক আর বুটের ঠোক্কর দিয়ে?
কে সেই মানুষ?

কে ক্ষেতগুলিতে গম আর ভুট্টা ফলায়, আর সারিবাঁধা
কমলা গাছগুলিতে ফুলের উৎসব আনে?

—কে সেই মানুষ ?

কে ওপরওলা-কে গাড়ি, যন্ত্রপাতি, মেয়েমানুষ কেনার টাকা
আর মোটরের নীচে চাপাপড়ার জন্য নিগ্রোদের মুণ্ডুগুলি-কে
যোগান দেয় ?

কে সাদা আদমী-কে বড়লোক তৈরী করে,
তাকে রাতারাতি ফাঁপিয়ে তোলে, পকেটের টাকা যোগায় ?
—কে সেই মানুষ ?

তাদের জিজ্ঞাসা কর ! যে পাখিরা গান গায়,
যে ঝর্ণারা নিশ্চিন্ত মনে এদিক-ওদিকে ছুটোছুটি করে,
যে বাতাস এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্র থেকে মর্মরিত হয় ,
তারা সকলেই উত্তর দেবে :

—ঐ কালো রঙের মানুষটা, যে দিনরাত গাধার খাটুনী খাটছে !

আহা ! আমাকে অন্ততঃ ঐ তালগাছটার চূড়ায় উঠতে দাও
সেখানে বসে আমি মদ খাব, তালগাছ থেকে যে মদ চুঁইয়ে পড়ে ;
আর মাৎলামোর মধ্যে আমি নিশ্চয় ভুলে যাব, ভুলে যাব, ভুলে যাব :

আমি একজন কালো রঙের মানুষ : আমার জন্যেই এইসব ॥

অনুবাদ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্রতীর সরাই : জাহাজ

এগুইনালডো ফনসিকা

দূরে চাপা আভা।
আর রাত্রির নিকষ মুখে সন্ধানী আলোর ফুৎকার

সব লোনা। অবশ লাগে। বড় অবশ।
বাতাস কাঁধে ঢেউ নিয়ে সারা সরাই,
সারা সরাই এই নোঙর ফেলা জাহাজ
দুলিয়ে দিলে বাতাস—কাঁধে ঢেউ।

বাসনা নিষ্ঠুর ভালোবাসা
খোলা ছোরা আর বেশ্যার আলিঙ্গনের মাঝখানে
অনেক ভালোবাসা

বাতাসের স্তর ছাড়িয়ে অনেক উপরে
ধূম-কুণ্ডলী কেঁপে উঠছে
ব্যর্থতা সব!

বোতল গেলাস বোতল।
নাবিকের তেষ্টা বড় ঘোর।
উল্কিগুলো চামড়া কামড়ায়,
হঠাৎ বন্দরে বাঁধন ছেঁড়া দৌড়
কত কীর্তি, কত না বাহবা মনে আসে।

আমরা জাতে এক। দেশ নেই নাম নেই,
সমুদ্রের লোক আমরা। নাবিক।
শুধু লোনা বাতাস কণ্ঠ
একঘেঁয়েমী। আর আশায় বুক বাঁধা।

আর পুরোনো পাইপ চেবানো
আর হঠাৎ হাজির, টরটরে মাতাল
অন্য মাতাল বন্ধুর কাঁধে ভর—
হঠাৎ প্রস্থান।

তাস, টেবিল, চেয়ার,
বোতল গেলাস বোতল
সরাই মালিকের মুখ,
পুরোনো কলহ ঘুঁচিয়ে মজা।

পাপ দিয়ে সব বুজিয়ে দিয়েছি
ঘুম দিয়ে—
সমুদ্র দিয়ে।

অনুবাদ : কবিতা সিংহ

বৃষ্টি

ওল সোয়িঙ্কা

আমার মনে হচ্ছে --ঐ বুঝি নেমে আসবে বাদল।
তার প্রগাঢ় অনুভূতির পসরা নিয়ে
'ভারি হয়ে নেমে এসেছে মেঘ
অর্জিত যাবতীয় প্রজ্ঞা বিতরণের জন্যে।
ধীরে ধীরে ঐ মেঘের উত্থান আমি দেখেছি,
ভস্মবর্ণ ছিল তার গায়ের রঙ, ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে
সেই রঙ বদল করল সে, হল ধূসর।
নামবে নামবে নামবে
বৃষ্টি নামবে।
আমাদের মন থমথম করে উঠেছে অবিকল ওরই মত।
বেদনার নির্যাস এবার ঝরবে ওর ধারায়-ধারায়।
আমাদের কুণ্ডলীকৃত কামনাগুলি যেমন
আর্তনাদ করে ওঠে গুমরে-গুমরে—
ঠিক তেমনি করে ডেকে উঠছে ঐ মেঘ।
ঐ ধারা বর্ষণ ক'রে আমাদের করবে ও অভিষিক্ত.
হয়তো আমাদের বেদনার্ত বাসনা-কামনাকে
আরও তীব্র ও আরও তপ্ত করে তোলার জন্যেই।
কিন্তু থেমে যায় বাদলের ঐ দামামা,
অথচ
বহু দূর থেকে দিগন্ত আড়াল ক'রে অটল হয়ে দাঁড়ায়
ঐ মেঘের পুঞ্জ—
পৃথিবীর সঙ্গে তার যে আত্মীয়তা আছে
তারই প্রতীক হয়ে নীচে দেখা যায় স্তম্ভিত পর্বতমালা।

অনুবাদ : সুনীল রায়

বিচ্ছিন্ন প্রেম

ক্রিস্টোফার ওকিবো

চাঁদ উঠেছে তোমার আমার মধ্যিখানে
দুটি ঝাউয়ের মাঝখানে
যারা পরস্পর পরস্পরকে মাথা নোয়াচ্ছে
চাঁদের সঙ্গেই আবির্ভূত প্রেম
পেয়েছি পুষ্টি আমাদের নিঃসঙ্গ কাণ্ড থেকে
আর আমরা এখন ছায়া
যা আছে পরস্পরকে জড়িয়ে
তবু চুম্বন করি শূন্যতাই শুধু॥

অনুবাদ : দুর্গাদাস সরকার

আধিয়াম্বো

গাব্রিয়েল ওকাবা

হাজার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি আমি
যেমন লোকে বলে পাগল শোনে,
শুনতে পাচ্ছি গাছের কানাকানি
যেমন লোকে বলে ভিষক শোনে।

হ'তে পারি আমি পাগল লোক
হ'তে পারি আমি একটি ভিষক।

হ'তে পারি আমি পাগল লোক
শব্দগুলো খেপিয়ে তুলছে যেন

মাঝরাতের থেকে দিচ্ছে তাগিদ
চন্দ্র আর টেবিলে ভরা নীরব
ঢেউয়ের ঝুঁটি ধ'রে ভ্রমণ করার।
হ'তে পারি আমি একটি ভিষক
শুনতে পাচ্ছি গাছের রক্তধ্বনি,
দেখতে পাচ্ছি গাছের বুক চিরে,
কিন্তু শুধু সাধ্য অপহৃত
নিবিড় আহ্বানের।

শব্দগুলি এবং বৃক্ষগুলি
এখন নাম বলছে, ও কে যায়
স্তব্ধতায় খোদিত, কায়াময়ী
চন্দ্রালোক পেরিয়ে যায়, যায়
মহাসাগর মহাদেশের পারে।

আমি আমার দু-হাত উঁচু করি—
আমার কাঁপা হাত, আমার হৃদয়
শক্ত ক'রে ধরি রুমাল যেন,
দুলাই তাকে, দুলাই আবার দুলাই-
কিন্তু নয়ন ফিরায় অন্য দিকে।

অনুবাদ : আলোক সরকার

সেই কুহকী বাজনা

গাব্রিয়েল ওকারা

সেই কুহকী দামামা বাজল আমার ভিতরে
মাছগুলি নেচে উঠল নদীস্রোতে
মানুষ-মানুষীরা নাচল মাটিতে
আমার ঢাকের বাজনার তালে তালে,
কিন্তু একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে
সে শুধু মাথাটি নাড়িয়ে সে শুধুই একটু হাসল
কোমরের চারপাশ ঘিরে তার পাতা আর পাতা আর পাতা

বেজেই চলল আমার ঢাক,
গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিল হাওয়া
দ্রুত মৌতাতে, দ্রুতই জাগিয়ে দিয়ে
মৃতদের নাচাল, গান গাইয়ে দিল
তাদের আবছায়ার আবছায়ায়—
কিন্তু এক গাছের আড়ালে লুকিয়ে
মাড়ায় যখন শুধুই পাতা আর পাতার ঘের
সে শুধুই একটু পল্‌কা হাসল মাথা নাড়িয়ে।

ধরিত্রীর সমস্ত বস্তুপিণ্ডের তালে তালে তালে
ঢাক বাজতে থাকলো তখন, গুরু গুরু দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি
প্রার্থনা করল নীলিমার দীঘল চক্ষু
সূর্য চন্দ্র আর জলস্রোত নদীদেবতাদের—
এবং শুরু হল গাছের নৃত্য,
মাছগুলি রূপ পাল্টে হল মানুষ
মানুষরা রূপ বদলে হল মাছ

আর সমস্ত হল চুপ, হয়ে ওঠার হল দম বন্ধ।—
কিন্তু এক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে
কোমরে যখন শুধুই পাতার ঘের
মাথাটি নাড়িয়ে সে শুধুই একটু হাল্কা হাসল।

আর তখন সেই কুহকী দামামা
আমার ভিতরে বাজনা থামাল—
মানুষগুলি আবার হয়ে এল মানুষ
মাছেরা যেমন যে সেই মাছ
আর গাছপালা, সূর্য, চাঁদ, খুঁজে পেল যার যার
জায়গাটি, আর মৃতেরা ঢুকে গেল তাদের পাতালে
সমস্ত বস্তুপিণ্ডের শুরু হল স্পন্দন।

আর বৃক্ষটির আড়ালে সে ছিল দাঁড়িয়ে
তার পায়ের পাতার ভিতর থেকে শিকড়গুলি বেরিয়ে পড়েছে
তার মাথার ওপর থেকে পাতার পর পাতা গজিয়ে উঠেছে
নাসারন্ধ্র থেকে নির্গত হচ্ছে ধোঁয়া,
অন্ধকার গাঢ়তর করে হাস্যস্ফুরিত
খোলা ওষ্ঠাধরে, সৃষ্ট হল গহ্বর।

তারপর আমি সেই কুহকী বাজনা বন্ধ করলাম
এবং ফিরলাম, কখনো এক ভয়ঙ্কর শব্দে আর বাজাব না।

অনুবাদ : সুনীল বসু

তাবিজের নামে নাচ

চিকায়া ইউ টাম' সি

এখানে আয়।
অঢেল নধর এখানে ঘাস।
আয় তোরা হরিণছানারা।

রুগ্ন হাতের বাঁকানো ভঙ্গিমা আর খোঁচা
সত্তার গহন বোধ দেয় ছিন্নভিন্ন ক'রে,—কে সে ?
আমার নিয়তি তোদের হাতে।

আয় তোরা হরিণছানারা।
এখানে সকালগুলোয় সজীব লাবণ্য
আর রক্তাক্ততা ঢাকা মুখোশে,
আর রামধনু-রঙীন স্বপ্নই গলার ফাঁস।
আয় এখানে।

সতেজ সরস এখানে আমাদের ঘাস।
পাথুরে নির্জনতার কর্কশ বিস্ফোরণ
—সেই আমার প্রথম আসা
মা আমায় দিয়েছিল আলোর অঙ্গীকার।

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

আহ্বান

জোসেফ কারিউকি

প্রিয়তমা, দূরে চলো পৌরপথ থেকে
যেখানে নিষ্ঠুর চোখ সীমারেখা টানে
আর পণ্যশালায় আমাদের বিভেদ বিম্বিত ;
দূরে চলো, অন্যখানে, আমার ঘরের
শান্ত বিশ্বস্ত ছায়ায় ।

ক্রুদ্ধমত থেকে নিরাপদে, এইখানে নিভৃতে আমার
দেখতে পাই শুধু তোমাকেই আমি, আর
আমার আঁধার চোখে তোমার ধূসর
মিশে যায় । মোমবাতিটি ফেলেছে যে দুটি
গাঢ় ছায়া দেওয়ালে, তারাও
একাকার যখন বিলগ্ন আমি তনুতে তোমার ।

সব আলো অবশেষে নিভে গেলে পাই
অনুভব তোমার হাতের, আর ওই
পিয়ানোর স্রোত বহমান
আক্রোশরহিত ঐকতানে ।

অনুবাদ : মানস রায়চৌধুরী

ইষ্টার

জন পিপার ক্লার্ক

অতএব মৃত্যুই কেবল
ঈশ্বরের স্বকীয় সফল হয়ে ওঠে
যখন আমার বুকে নিশ্বাসের ঋণগুলি মাটির অঞ্চল
ছেড়ে ঊর্ধ্বে এলোমেলো ছোটে ;
কোন বীজ, অঙ্কুর প্রার্থনা নিয়ে যাকে পরিশ্রম
ছড়িয়ে দিয়েছ, শুধু হতাশায়
বাতাসের আন্দোলনে মাথাটি না তুলে থেমে যায়
প্রস্তরফাটলে, যদি গ্রহণে প্রস্তুত ছিল মাটির নরম ?

পরাজিতের সমান পিছুটানে
ফিরে আসে প্রাণ,
যখন দেয়ালে সবখানে
লেগে আছে না-শুকোন ঘুঁটের সম্মান :
তুমি কি শুনছো এক চাষীর ক্রন্দন ! যখন হঠাৎ
গরীব সে দরজা খুলে পাল্লা চেপে ধরে
দেখে প্রতারণা ! যার সব শস্য চুরি করে
বাদুরেরা বহুদূরে চলে গেছে পিছে ফেলে রাত।

অনুবাদ : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ওলোকুন

জন পিপার ক্লাক

আমি ভালোবাসি আঙুল চালাতে,
যেমন জোয়ার যায় সামুদ্রিক উদ্ভিদের
আর বাতাস লম্বা ফার্ন-চারার মধ্য দিয়ে,
তেমন তোমার চুলের তন্তুর ভিতর দিয়ে,
নগ্ন চাঁদকে যে-রাতে আড়াল ক'রে রাখে তার মত অন্ধকার
যে-চুল।

আমি ঈর্ষাকাতর আর সংরক্ত
ইহুদীদের ঈশ্বর জেহোভার মত,
এবং আমি চাই তুমি এ-কথা বোঝো :
তোমার জন্য আমার যা আছে
তার চেয়ে মহত্তর ভালোবাসা কোনো পুরুষের কাছ থেকে
কোনো নারী পায় নি।

কিন্তু এই পৃথিবীর মাটি দিয়ে গড়া
কোন্ পুরুষের জাগরূক চোখ
স্বপ্নের কালো আঁধার যে-ঘুম
তার স্পর্শে তাকিয়ে থাকতে পারে
যা সত্যিই তোমার চোখের দৃষ্টি ?

তাই, প্রাচীন প্রাচীরের মত নেশাগ্রস্ত
তোমার পায়ে ধ্বংসস্তূপ হ'য়ে আমরা ভেঙে পড়ি,
আর সমুদ্রের সুকন্যার মত
পুরুষদের জন্য সমৃদ্ধ দানসামগ্রী নিয়ে
আমাদের সবাইকে ভিখারী ক'রে তুমি বুকে টেনে নাও।

অনুবাদ : কেতকী কুশারী

ন্যু ইয়র্ক স্কাই স্ক্র্যাপার

জন বিয়াটি

হলদে সূর্যের দুর্বল বিচ্ছুরিত রশ্মিগুলো
মুখ বাড়ালো কুয়াসার নরম আস্তরণের
মধ্য দিয়ে
যা তাদের স্বচ্ছ মোমের
চাদরমুড়ি দিয়ে রেখেছিল।
এবং যেইমাত্র কুঞ্চিত সূর্যকিরণগুলো
দিনের পরিসমাপ্তি ঘটালো,
ন্যু-ইয়র্কের ধোঁয়ামলিন চিমনিগুলো
কেশে উঠলো—
বাঁকানো আকাশচুম্বী প্রাসাদগুলোর দিকে তাকিয়ে
আর বমি করতে লাগলো
কালো কালো ধোঁয়ার বিষন্ন অশ্রু।

অনুবাদ : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কোন অদৃশ্য ইঁদুরেরা

জাঁ জোসেফ রাবিয়ারিভেলো

কোন অদৃশ্য ইঁদুরেরা
রাতের দেয়াল থেকে নেমে এসে
দুধেল চাঁদ-রুটিকে চাটতে থাকে।

কাল সকালে
যখন এগুলি চলে যাবে—
দাঁতে রক্ত পড়ার ক্ষত চিহ্নিত হবে।

কাল সকালে
যারা সমস্ত রাত ধরে মদ গিলেছে,
আর তাদের তাস-গুলোকে করেছে পাপাসক্ত;

চাঁদের দিকে মিট মিট করে তাকিয়ে
তো-তো করে বলবে,
'এই ছয় পেন্স কার—
সবুজ টেবিলটার উপর গড়াচ্ছে ?'
'ওঃ', তাদের মধ্যে একজন বলে উঠবে,
'আমাদের এক বন্ধু সব হারিয়েছে
এবং নিজেকে নিহত করেছে।'

এবং সকলেই তখন মাতাল হয়ে উঠবে,
টলতে টলতে পড়ে যাবে মাটিতে।
চাঁদকে আর বেশীক্ষণ সেখানে দেখা যাবে না,
ইঁদুরেরা তাকে বহন করে নিয়ে যাবে গর্তে।

অনুবাদ : আশিস সান্যাল

তোমার উপস্থিতি

ডেভিড ডিয়প

তোমার উপস্থিতির মধ্যে নিজের নামটি আমি পুনরাবিষ্কার করি
যে-নামটি আমার লুকিয়ে ছিল বিচ্ছেদ ব্যাথার অন্তরালে
আমি পুনরাবিষ্কার করি সেই দৃষ্টিকে যা আর অসুখে আচ্ছন্ন নয়
আর তোমার হাসিটি অগ্নিশিখার মত যে ছায়া বিদ্ধ কোরে
আমার দুচোখে বিগতকালের কুয়াসা সরিয়ে আফ্রিকাকে সমুদ্ভাসিত করেছে
দশ বছর হে ভালোবাসা
মিথ্যা আশা ভরা দিন বিনষ্ট কল্পনা ভরা রাত
তরল সুরায় কিংবা উদ্বিগ্ন নিদ্রায়
ভবিষ্যতের জন্য যে তাৎক্ষণিক আত্মনিপীড়ণ
ভালোবাসাকে করেছে সীমাহীন নদী
তোমার উপস্থিতির মধ্যে আমি আমার রক্তের
সেইস্মৃতিগুলি পুনরাবিষ্কার করেছি বলেই
খুসী এক মনিহার আমাদের ঘিরে
আর দিনগুলি চিরনতুন আনন্দে সমুজ্জ্বল।

অনুবাদ : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

শকুন

ডেভিড ডিয়প

অতীতে যখন
আমাদের মুখে লাথি মেরেছে সভ্যতা
অথবা পবিত্র নদী ছুঁয়ে যেত প্রস্তুত কপোল
অসহায় শিকারের নিহত শরীরে হত্যাকারী
রক্তাক্ত সমাধিব্যঙ্গ গড়ে রেখে যেতো
যখন অতীতে
ধাতুশব্দধ্বনিময় রাস্তার নরকে
জেগে উঠত ব্যাথাতুর হাসি
শস্যরোপনের মধ্যবর্তী নিস্তব্ধ আলস্যগুলি
ভরে যেত পিতা-পিতামহদের একঘেয়ে সুরে
হায় সেই বাধ্যবাধকতাময় চুম্বনের তিক্ত স্মৃতিগুলি
আর প্রতিশ্রুতিগুলি যাদের বুলেটে
নষ্ট করে রেখে গেছে মনুষ্যত্বহীন বিদেশীরা
বইয়ের অক্ষর সব জেনেও কখনো তারা ভালবাসাকে জানেনি
কিন্তু আমরা যারা নিজহাতে পৃথিবীর মাটিকে উর্বর কবে চলি
হে বিদেশী তোমাদের কণ্ঠ আজ দাম্ভিক জেনেও
আফ্রিকার ছাড়খার গ্রামগুলি কি ভীষণ নিঃসঙ্গ জেনেও
অটল দুর্গের মতো বুকের গোপনে আশা রেখেছি বাঁচিয়ে
এবং জেনেছি ওই সোয়াজিল্যাণ্ডের খনি থেকে
য়ুরোপের কল-কারখানায়
আবার বসন্ত আমাদের উজ্জ্বল গতির নিচে পুনর্জন্ম নেবে।

অনুবাদ : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আফ্রিকা

ডেভিড ডিয়প

আফ্রিকা আমার আফ্রিকা
স্যাভানদের পিতৃ পিতামহের, দাম্ভিক যোদ্ধাদের আফ্রিকা,
আমার প্রপিতামহীর গানের আফ্রিকা
সুদূর নদীর পাড়ের
আমি তোমাকে কোনদিন জানিনি
কিন্তু তোমার রক্ত আমার শোনিতে প্রবাহিত
তোমার সেই সুন্দর কালো রক্ত যা সমস্ত শস্যক্ষেত্রকে স্নিগ্ধ করে
তোমার শ্রমের রক্ত
তোমার শ্রমের আত্মা
তোমার কাজের দাসত্ব
তোমার শিশুদের দাসত্ব
বলো আমায় আফ্রিকা
এই কী তুমি যার পিঠ নুয়ে পড়ে
এই পিঠ শিরদাঁড়া অপমানে ভেঙে যায়
এই পিঠ রক্তরেখায় লাঞ্ছিত হয়
মধ্যদিনের সূর্যের তলায় চাবুককে স্বাগত জানায়
কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠ উত্তর দেয় আমাকে
ঐ বৃক্ষ তরুণ এবং ঋজু
ঐ বৃক্ষটি দ্যাখো
অলৌকিক নির্জনতার মধ্যে, সাদার মধ্যে এবং গতায়ু কুসুমের মধ্যে
সেই আফ্রিকাই তোমার আফ্রিকা
সে বেড়ে ওঠে ধীর অবিচলিতভাবে
ক্রমশ তার ফল সংগ্রহ করে
স্বাধীনতার তিক্ত স্বাদ।

অনুবাদ : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

আফ্রিকার বুকে একটি সকাল

প্যাট্রিস লুমুম্বা

নিগ্রো, তুমি হাজার বছর ধরে অত্যাচার সয়েছ পশুর মতো,
আর, মরুভূমির বাতাসে বাতাসে উড়েছে তোমার ভস্মাবশেষ।

তোমার আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার নামে, তোমার দুঃখভোগকে জিইয়ে
রাখার জন্য
মুষ্ট্যাঘাতের বর্বর অধিকার, আর কশাঘাতের শেতাঙ্গ অধিকারকে জিইয়ে
রাখার জন্য,
তোমার মরার অধিকার আর তোমার কান্নার অধিকারকে চিরন্তন
করবার জন্য,
তোমার জালিমেরা গড়েছে অসংখ্য অনিন্দ্যসুন্দর যাদুমন্দির

তোমার টোটেমের বুকে ওরা এঁকে দিয়েছে অন্তহীন উপবাস ও
অন্তহীন বন্ধন,
অরণ্যের অন্তরীক্ষ থেকে সাপের মতো লক্ষ্য করেছে তোমাকে—
এক বিভৎস নিষ্ঠুর মৃত্যু—
বনস্পতি ফাটল, ফোকর ও শীর্ষদেশ হতে
প্রসারিত শাখার মতো
পাকে পাকে জড়িয়েছে তোমার দেহকে, তোমার পীড়িত আত্মাকে।
তারপর তোমার বুকের উপর ছেড়ে দিয়েছে
বিরাট কুটিল বিষধর,
কাঁধে দিয়েছে ফুটন্ত জলের জোয়াল,
শস্তা ঝুটো মুক্তোর ঝলকানিতে প্রলুব্ধ করে—
বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে প্রেয়সীকে,
কেড়ে নিয়েছে তোমার আবিশ্বাস্য অপরিমেয় ঐশ্বর্যকে।

অন্ধকার নিশীথে তোমার কুটির থেকে উঠেছে টমটমের আওয়াজ,

ভেসে এসেছে ধর্ষিতা নারীর আর্ত চিৎকার
তোমার বিশাল কালো নদ-নদীর বুক বেয়ে
অশ্রু ও রক্তের সমুদ্র বেয়ে
বোঝাই জাহাজ চলেছে সেই পাপভূমির দিকে—
ওরা যাকে বলে মাতৃভূমি,
মানুষ যেখানে পঙ্কিল,
ডলার যেখানে সম্রাট।
যেখানে তোমার সন্তান, তোমার প্রেয়সী,
দিনে দিনে পিষ্ট হয়েছে নির্মম, ভীষণ শোষণের রথের চাকায়
অসহ যন্ত্রণায়।

সবার মতো তুমিও মানুষ। ওরা তোমায় বুঝিয়েছে,
শেতাঙ্গ দেবতা একদিন সব মানুষকেই মেলাবেন।
কিন্তু কান্না তোমার থামেনি কোনোদিন,
কান্নার গান গেয়ে ফিরেছ তুমি
অনাত্মীয়ের দ্বারে দ্বারে
গৃহহীন ভিখারির মতো।

যখন জ্বালার জোয়ার এসেছে দেহ-মনে
সারা রাত ধরে নেচেছ তুমি
আর গান গেয়েছ ঝড়ের গোঙানির মতো।
হাজার বছরের যন্ত্রণার গর্ভ থেকে
ফেটে পড়েছে এক প্রচণ্ড শক্তি
পৌরুষের সুরের আগুন-লাগা কথা ও কাহিনীতে,
জাজ সঙ্গীতের ধাতব ঝঙ্কারে।
সেই উন্মাদিনী সুরধুনীর মুক্তধারার বেগের প্রচণ্ডতায়
কেঁপে কেঁপে উঠেছে মহাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত।

চমকে জেগে উঠেছে সারা দুনিয়া,
বিস্মিত আতঙ্কে কান পেতে শুনেছে

সেই ভীষণ রক্তের ছন্দ, সেই ভীষণ ছন্দ আজ সঙ্গীতের।
আতঙ্কে বিবর্ণ শেতাঙ্গের দল কান পেতে শুনেছে
নিশীথিনীর অন্ধকারে জ্বলন্ত মশালের মতো
এক নতুন গান।

সকাল হয়েছে বন্ধু, চেয়ে দেখো, আমাদের মুখের দিকে,
চেয়ে দেখো, পুরাণো আফ্রিকার বুকের উপর
ভেঙে পড়েছে এক নতুন সকাল।
এতদিনে ফিরে পাবে সর্বহারা নিগ্রো তার
হাজার বছরের হারানো দেশ'
হারানো জমি, হারানো জল,
হারানো বিশাল নদ-নদী।

সূর্য উঠেছে। তার বিকীর্ণ নির্মম অগ্নিকণায়
শুকিয়ে যাবে তোমার চোখের জল
শুকিয়ে যাবে তোমার মুখের উপরে ছড়ানো থু-থু।
শেকল ছেঁড়ো বন্ধু, শেকল ছেঁড়ো,
শেকল ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের মতো সাঙ্গ হবে তোমার—
দুঃসহ দুঃখের দারুণ দুর্দিন।

কালো মাটির বুক চিরে মাথা তুলে দাঁড়াবে
এক স্বাধীন নির্ভীক কঙ্গো।
কালো মাটির অন্ধকারে কালো বীজের ভেতর থেকে—
কালো মুকুলে মঞ্জরিত হয়ে
আলোর আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবে
কঙ্গো, আমার কঙ্গো।

অনুবাদ : সরোজকুমার দত্ত

দীনতম প্রেমিক : সামান্য গান

ফ্র্যাভিয়েন রানাইভো

আপন ছায়া যেমন ভালোবাসো
তেমন করে বেসোনা মোরে ভালো ;
সন্ধ্যা হলে ছায়ারা যায় সরে
তোমারে চাই মোরগ-ডাকা ভোরে ।
ক্ষুধায় যেন আহার হয়ে এসো
মরিচ নয় ভিতর বড়ো জ্বলে,
অমন করে বেসোনা মোরে ভালো
এসোনা শুধু বালিশ হয়ে ঘুমে !
দু'জন যেন শয়নে পাশাপাশি,
যুগল ঘুমে রজনী দিই পাড়ি,
হয়ত সকাল হয়ত বেবাক দিন
মিশব কিনা ঠিক ঠিকানা নেই !
আমায় ভালো বেসোনা তেমন করে—
ভাতের গ্রাস গলায় গেলে নেই,
মধুর বাণী বলোনা শুধু আর—
মধুর মত মধুর ভালোবাসা
বাজারে বড় সহজে সখি মেলে ।
স্বপ্নে দিও ভালোবাসার ঘুম
আমার সারা দিনের আশা আর
তোমার সারা রাতের ভাষা আর
গোপনে যেন পেয়েছি কিছু ধন,
যে ধন সারাজীবন সাথে নিয়ে
অনেক হেঁটে অনেক দূর যাবো,
আমাকে তুমি তেমন ভালোবেসো
সত্যিকার সঙ্গী হয়ে এসো ;

লাউ খোলাতে জল রেখেছি সখি
থাকবে ভরা যেমন ভরে রাখি,
তেমন করে আমারে ভরে রেখো,
গীটার তারে, প্রতিটি ঘাটে ঘাটে
শুধুই তুমি তোমার ভালোবাসা।

অনুবাদ : কবিতা সিংহ

পূর্বাভাস

বিরাগো ডিয়প

সে এক উলংগ সূর্য—হরিদ্রাভ রবি
সর্বাংগ সম্পূর্ণ নগ্ন সে সূর্য উষায়
রঙে তরংগ ঢালে স্বর্ণরেণু কণা
কূলে কূলে পীত সে নদীর।

সে এক উলংগ সূর্য—শুভ্র অংশুমান
সর্বাংগ সম্পূর্ণ নগ্ন শ্বেত সুনির্মল
তরংগে তরংগে ঢালে রৌপ্যরেণু কণা
স্বচ্ছ সে নদীর জলে জলে।

সে এক উলংগ সূর্য—রঞ্জিত ভাস্কর
সর্বাংগ সম্পূর্ণ নগ্ন রক্তরাঙা দেহ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে লাল রক্ত করে উদ্গীরণ
রক্তিম সে স্রোতস্বিনী বুকে।

অনুবাদ : দক্ষিণারঞ্জন বসু

পিতৃপুরুষেরা

বিরাগো ডিয়প

লোকের কথার চেয়ে ঘটনায় বেশি কান দাও।
শোনো আগুনের স্বর,
শোনো জল কোন্ কথা কয়।
শোনো শোনো গাছেদের ফোঁপানি হাওয়ায়
তা-ই জেনো পিতৃ-পিতামহদের নিশ্বাস প্রশ্বাস।

মৃতেরা তো চিরতরে হয়নি উধাও।
তারা আছে বেড়ার ছায়াতে,
তারা আছে অন্ধকার ছায়ার গহনে,
মৃতেরা মাটির তলে নেই,
তারা আছে মর্মরিত গাছে,
মুখর অরণ্যে,
আছে শান্ত জলে,
তারা আছে বহমান জলে,
নির্জনে রয়েছে তারা, আছে জনতায়,
মৃতেরা-তো মৃত নয়।

লোকের কথার চেয়ে ঘটনায় বেশি দাও কান।
শোনো আগুনের স্বর,
শোনো জল কোন কথা কয়।
হাওয়ায় ফোঁপানি শোনো গাছেদের,
তা-ই জেনো পিতৃ-পিতামহদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস।
উধাও হয়নি তারা, নেই তারা মাটির তলায়
তারা মৃত নয়।

মৃতেরা-তো চিরতরে হয়নি উধাও !
তারা আছে নারীর হৃদয়ে,
শিশুর কান্নায়, আর জ্বলন্ত অঙ্গারে।
তারা সেই মাটির-তলায়,
তারা আছে জ্বলন্ত আগুনে,
কান্না-ভরা চারা গাছে, আর্তনাদকারী-পাহাড়েও
আছে বন্য আস্তানায়, নিজেদের ঘরে।
মৃতেরা তো মৃত নয়।

লোকের কথার চেয়ে ঘটনায় বেশি কান দাও।
শোনো আগুনের-স্বর,
শোনো জল কোন্ কথা কয়।
শোনো শোনো গাছেদের ফোঁপানি বাতাসে,
তা-ই পিতৃ-পিতামহদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

রমণী

ভ্যালেন্তি মালাঙ্গটনা

নদীর শীতল জলের মধ্যে
আমরা অনেক মাছ কুড়িয়ে পাবো :
যারা এই পৃথিবীর
শেষতম দিনের সংকেত জানাবে।

যেহেতু তারা একটি রমণীর
মৃত্যু ঘটাবে ;
যে রমণী সু-শোভিত করেছে প্রান্তরকে,
আর পুরুষের
যে রমণী এক আকাঙ্ক্ষিত ফল।

উড়ন্ত মাছেরা অন্বেষণ সমাপ্ত করেছে।
কারণ, রমণীরাই পুরুষের স্বর্গ।
গান করতে থাকলে তাদের কিছুতেই মনে হয় ন
সঙ্গীতের সুরে বাঁধা কোন গীটার।

তার মৃত্যু হলে
আমি তার কেশ ছেদন করে নেবো .
নিজেকে পাপের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য।

রমণীর কেশগুচ্ছ দিয়ে আমার কফিনের উপর
প্রস্তুত হবে কম্বল।
অপর কোন শিল্পী যখন স্বর্গের দিকে ডাক দিয়ে
নিজের প্রতিকৃতি আঁকতে বলবে,
রমণীর স্তন-যুগল হবে আমার বালিশ।
আমাকে স্বর্গীয় পথে নিয়ে যাবার জন্য
তার চোখ উন্মিলীত হবে,
আর সেখানে রমণীর গর্ভ প্রদেশ
আমাকে জন্ম দেবে।

আমি যখন স্বর্গের দিকে যেতে থাকবো
রমণীর দৃষ্টিই শুধু আমাকে নিরীক্ষণ করবে।

অনুবাদ : আশিস সান্যাল

অহঙ্কারীর প্রতি

মাজেরি কুনেলে

কুয়াশায় ঢাকা ঘূর্ণ্যমান পর্বতে
গর্বিত পরবর্তী কালের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করো নডোঙ্গা ;
যখন তোমার পাখার ঝাপটে সজোর সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়
তখন পরিমিত সময়ের আড়ালে নেমে আসে গোপন রাত্রি।

অনিশ্চিত উৎসবের আনন্দে ভরপুর
সূর্যের নির্দিষ্ট আয়তন দেখার সময়
তুমি জানো যে ঊষা যখন তার মায়ার খেলা নিয়ে প্রতীক্ষামানা
তখন যে প্রতীকের ভিত্তিতে তুমি দাঁড়িয়ে আছ তা উবে যাবে।

আকাশের পথিক শকুন তাকে ধরে না ফেলা পর্যন্ত
যে সমুদ্রেনি অহঙ্কারের স্রোতে ডুবে বসেছিল
তাকে পুরস্কৃত করার জন্য
তোমার গর্বের ছোট ছোট গুঞ্জন সংহত কর।

দারিদ্র্যাহত আমরা যারা দাঁড়িয়ে ছিলাম তোমার পাশে—
আমরা তোমাকে রেখে যাব স্বেচ্ছাচারের মত্ততার কাছে
এবং যেখানে জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়
চলে যাব সেই দিকে বাঁকা পথে।

তখন নির্লজ্জ সূর্যের সম্মুখে
ছিন্ন ভিন্ন হবে তোমার নগ্ন স্বরূপ।
লজ্জা পেয়ে তুমি খুলে ধরবে রাত্রির পতাকা
কিন্তু কালের সন্তান আমরা পিতৃপুরুষের বংশ হয়েই থাকব।

অনুবাদ : গোপাল ভৌমিক

আগমন

লেওপোল্ড সেদার সেন্‌গোর

মনে হলো কোনো এক গোধূলির নিনিমেষ আধো-অন্ধকারে
আমার সান্নিধ্যে এলো দিবসের শ্রান্ত অবসাদ.
বৎসরের অবশেষ, যুগের বিশীর্ণ অভিজ্ঞান,
যেন শবযাত্রা এক অগভীর সমুদ্র-তীরের কোনো গ্রামে।
সেই একই সূর্যালোক ভ্রান্তিময় শিশির সিঞ্চিত
সেই একই আকাশের গোপন ধৈর্যের অচঞ্চল.
সেই একই আকাশ যা তাদের শঙ্কিত করেছিলো
যারা পরিচিত মৃত্যু, তার সাথে।
এবং সহসা মৃত্যু আমাকে সান্নিধ্যে টেনে নিলো।

অনুবাদ : আলোক সরকার

নিষেধ

লেওপোল্ড সেদার সেন্‌গোর

আমার দেহের গভীরে যেসব শিরা-উপশিরা
সেখানে লুকিয়ে রাখতেই হবে তাকে—
আমার পিতামহের বজ্র বিদ্যুতে জ্বালাময় ঝড়ো চামড়া ;
আমার জান্তব রক্ষক,
তাকে যে আমার লুকিয়ে রাখতেই হবে
যাতে আমি কুৎসার প্রাচীরকে ভেঙ্গে না দেই।

এযে আমার বিশ্বস্ত শোণিত
একান্ত নিষ্ঠাই যার দাবী—
সে রক্ষা করবে আমার নগ্ন অহঙ্কারকে
আমার আর অধিকতর ভাগ্যবান যে-সব পুরুষ
তাদের তিরস্কারের কবল থেকে।

অনুবাদ : অতীন্দ্র মজুমদার

প্যারিসে তুষার পাত

লেওপোল্ড সেদার সেনগোর

দেবতা তুমি জন্মক্ষনেই প্যারিসে গিয়েছিলে
কারণ সে দুষিত ও নষ্ট ছিল
তুমি তাকে পবিত্র করলে তোমার অকল্কিত শৈত্য দিয়ে
সেই শ্বেত মৃত্যু দিয়ে
এখন সকালে কলের চিমনী গুলো সারিবদ্ধ
সাদা পতাকা গুলিও
'শুভ চেতনা শান্তি দিক সকল মানুষকে'
দেবতা তুমি দ্বিখণ্ডিত পৃথিবীকে দিয়েছিলে, তুমি
দ্বিখণ্ডিত য়ুরোপকে দিয়েছিলে
শান্তির তুষার
বিপ্লবীর তাদের চৌদশ কামানে অগ্নি-বৃষ্টি করেছিল
তোমার শান্তির পর্বত চূড়ার উদ্দেশ্যে
দেবতা আমি তোমার লবনের থেকেও জ্বালাকারী শ্বেত-দৈত্যকে গ্রহণ করে ছিলাম
কিন্তু আমার হৃদয় সূর্যের আগুনে তুষারের মত গলে গেল
এবং আমি ভুলে গেলাম
সেই সব কাদা হাতেরা যারা বন্দুকে টোটা পুড়ে তোমার সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে ছিল
সেই সব হাতেরা যারা ক্রীতদাসদের চাবুক মেরেছিল
এবং তোমাকেও চাবুক মেরে ছিল
সেই সব ধূলোপড়া হাতেরা আমাকে থাপ্পর মেরেছিল
সাদা পাউডারে ভরা হাতেরা তোমাকে থাপ্পর মেরেছিল
সেই সব হাতেরা আমাকে নিশ্চিত নির্জনতায় এবং ঘৃণায় ঠেলে দিয়েছিল
সেই সব সাদা হাতেরা যারা আকাশ স্পর্শ করা বনের
পদানত আফ্রিকাকে নির্মূল করেছিল

সাহারাকে তারা নির্মূল করেছিল, সেই হৃদয়ের মত ভয়ঙ্কর সুন্দর, প্রথম
মানুষের মত যা তুমি তোমার বাদামী হাত দিয়ে তৈরী করেছিলে
হে ঈশ্বর, আমি এখনও এই শেষ ঘৃণাকে পরিত্যাগ করতে পারিনি
আমি জানি এই ঘৃণা হল সেই সব চতুর মানুষদের প্রতি যারা
তাদের লম্বা দাঁত দেখায়
এবং যারা কালো চামড়াকে আগামী দিনের পণ্যের মত বদল করে
দেবে
আমার হৃদয়, হে ঈশ্বর, প্যারিসের চূড়ার তুষারের মত গলে যাচ্ছে
তোমার অমর সূর্যের আগুনে
এরা হল আমার শত্রুদের, আমার ভাইদের তুষারহীন শাদা
হাতের মত
যদিও শিশিরের হাত আমার তপ্ত গালের চামড়ায়
রাত্রি বেলা হাত রাখে।

অনুবাদ : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

দ্বিজ

এস ডি কুজো

ওরা এলো সমুদ্র পথে,
ঢেউয়ের মালার মতো অসংখ্য অগুনতি এলো ওরা।
সমুদ্র-সবুজ আলখাল্লা পরণে
শাদা-ফেনার ঝালর-দোলানো পোষাকে
ওরা এল আর গেল, আর আবার এলো আরো অনেকে।
সোনালি বালিয়াড়িতে চিরকালের আলপনা টেনে টেনে
ওদের অমোঘ-ভবিতব্যে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় এলো যখন
তখন রাত্রি।

ওরা এলো বহুদূর ডাঙা ভেঙে, জীব-মৃতের দল
নতুন জন্মের জোয়ান জোয়ান এলো ওরা।

আর আমার মায়ের দীর্ঘশ্বাস ছাপিয়ে
রাত্রির গহনে হাওয়ার নরম পদশব্দ চাপা দিয়ে
আমার কানে বাজল কুহকের গলা।
অবশেষে মোরগ ডাকা ভোরে গান গেয়ে উঠল নিসর্গ,
আর শিশিরের জড়োয়া বিজড়িত হাত তুলে
বিমুগ্ধ আমাকে ডাক দিল প্রত্যূষা।

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকা

আমেরিকা

আমেরিকা

পীট সীগরের গলায়

: আমেরিকার নিগ্রো সমানাধিকারবাদীর গান

আমরা করব জয়, আমরা করব জয়,
আমরা করব জয়, সে-একদিন
আহা, আমার বুকের গভীরে (আমি জেনেছি যে)
আমি রেখেছি তো বিশ্বাস (আহা—),
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমাদের নেই ভয়, আমাদের নেই ভয়
আমাদের নেই ভয়, আজ-এইদিন,
আহা, আমার বুকের গভীরে, আমি রেখেছি তো বিশ্বাস
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমরা যে নই একা,···(আজ-এইদিন)
আহা, আমার বুকের গভীরে, আমি রেখেছি তো বিশ্বাস
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমরা যে হব মুক্ত, সত্যে মুক্ত ..
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

আমরা হাঁটব হাতে-ধরে-হাত, পথ···
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

সহায় থাকেন প্রভু, আমরা অব্যাহত...
আহা, আমার বুকের গভীরে, আমি রেখেছি তো বিশ্বাস
আমরা করব জয়, সে-একদিন।

অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন

দক্ষিণ প্রাসাদে

আরনা বনটেম্পস্

মৃত্যুর মত অনড় অবশ পপলার গাছ গুলি
দাঁড়িয়ে রয়েছে। মৃত মানুষের আত্মারা একে একে
প্রেমিকার সাথে যুগলে চলেছে বৃক্ষের ঘনতলে
অরব চরণে নুয়ে নুয়ে চলে, কখনো বা অবশেষে
পাষাণ সোপানে দাঁড়াচ্ছে এসে ছায়া মূর্তির মত।

এখানে এখন গানের সুরের মুখর প্রতিধ্বনি
ভেসে আসে পোড়ো দরজার ফাঁক দিয়ে
কাপাসের ক্ষেতে চির বিক্রীত ক্রীতদাস ডুবে আছে
তাদের পায়ের কঠিন শিকল গুলি
মাটির গভীরে অন্য আরেক করুণ শব্দ তোলে।

বৎসর গুলি ফিরে চলে যায় ধাতব শব্দ তুলে
ফটকের পিঠে নির্জন হাত রেখে,
দেয়ালে দোদুল দুলছে শুকনো পাতা,
গোলাপের ডাল ভেঙে, ফুল ছিঁড়ে রেখে
প্রেত আত্মারা আবছা ছায়ায় পায়ে পায়ে হেঁটে যায়।

মৃত্যুর মত স্তব্ধ কেবল পপলার গাছ গুলি।

অনুবাদ : আনন্দ বাগচি

বেথসেডায় নিশীথ

আরনা বনটেমপস

সেই দুর্লভ দেব-দূতীকে উড়ে যেতে দেখেছিলাম।
মালবেরী বৃক্ষের উপরে
মনে পড়ছে, দেখেছিলাম তার ডানার চঞ্চলতাকে।
কিন্তু কোনো দিন আর
বেথসেডা ঘুমোবেনা।
এই প্রাগৈতিহাসিক সরোবর
একদিন যে শ্মশ্রু সমুজ্জ্বল ইহুদীকে আরোগ্য করেছিলো,
আর কোনোদিন সে জাগবেনা।

এই জলাশয়ে একদিন যে সব দেবদূতীরা বিপন্ন হয়ে উঠেছিলো,
তাদের কেউ আর জাগবে না।
জলক্রীড়ায় উন্মাদ হবে না কেউ আর নির্মল শরীরে।
হাতে পান-পাত্র নিয়ে
কোনো ত্রাণ-কর্তা আর আসবে না,
অসুস্থকে সবল করে তুলতে,
আর বিকল মানুষটিকে প্রান্তরে জাগিয়ে তুলতে।

সেই সুবর্ণময় দিনগুলি এখন অবসিত।
তাহলে এই মার্বেল সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে
এতোক্ষণ কিসের প্রতীক্ষা ?
আমাদের উন্মুক্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে ?
তাহলে কেন আমাদের কৃষ্ণাভ মুখগুলি
শূন্য আকাশে বৃথা সন্ধান করছে ?
এখানে কি এমন কিছু ছিল,
যা আজ আমরা বিস্মৃত ?
কোন পবিত্রতম ঐশ্বর্য আজ আমরা হারিয়েছি ?

এখন মনে পড়ছে, এমন একদিন ছিল···
যেদিন বক্ষ-বিদীর্ণ করে আমরা কেঁদে বলেছিলাম ;
'হে ঈশ্বর ! আমাকে প্লাবিত করো,
যবের উপরে স্থাপন করে আমাকে বাতাসের তরঙ্গ দিয়ে ধৌত করো।
হে প্রসন্ন দেবতা ! নিকটতর হও, নিকটতর।
পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তোমার স্বচ্ছল পা নিয়ে পরিভ্রমণ করো,
এবং নির্ঝরের বুকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকো।

ক্ষুদ্র জলাশয়ের মধ্যে তোমার ধবল হাতগুলি ডুবিয়ে দাও।
ব্যাবিলনের নদীর কিনার ঘেঁসে
বৃক্ষ-শাখায় এখনো যে সব বীণাযন্ত্র গুলি ঝুলছে,
তাদের তারে তারে শব্দের ঝঙ্কার তুলে
তুমি শোক প্রকাশ করতে থাকো।
তবু হে ঈশ্বর, আমাকে স্মরণ রেখো ;
এই গ্রীষ্ম অবসিত হবার পূর্বেই
গোলাপ তার রক্তিমতাকে ঝেড়ে ফেলবার পূর্বেই—
হে ঈশ্বর, তোমাকে প্রার্থণা করছি।'

সেই প্রাচীন ভীতিগুলিই আজ আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে,
সেই নির্জন জল-তরঙ্গের এবং ম্লান গোধূলির ভয়।
আমি চলে যাবার পর হয়ত অনেক উজ্জ্বলতা প্রতিঘাত হবে—
নিরাময়ের আনন্দ সেই জলাশয়,
যেখানে কোনোদিনও আমি আরোগ্য হ'তে পারবো না।
যে নির্জনতায় আমি শায়িত থাকবো, তার উপরে—
বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রগুলি হয়ত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

তবু আশা · চিরায়ত স্নিগ্ধতায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার বিপুল কামনা
মৃত্যুর পরেও যদি কোনো পথ থাকে—
অবশ্যই আমি আবার ফিরে আসবো।
কিন্তু এখানে নয়—

আফ্রিকার নারিকেল বনের ছায়ায়।
যদি আমাকে সেদিনও তুমি চাও,
তাহলে অবশ্যই খোঁজ করবে সেখানে।
কিন্তু সেখানেও যদি আমি না থাকি
তাহলে শুভ্র বালিয়াড়ি-গুলো অতিক্রম করে দেখবে
একটা মরু শকটকে অনুসরণ করে আমি চলেছি।

হয়ত এভাবেই মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আমি অনেক শতাব্দী হেঁটে যাবো,
এই নিশ্চল দৃষ্টি নিয়ে—

কিন্তু তবুও আমি চিরকাল মনে রাখবো,
জ্বলন্ত লাল পাখিতে পরিপূর্ণ সেই বনজ বৃক্ষটিকে।
যেখানে এমন কিছু আছে, এমন কিছু অমূল্য সম্পদ
যাকে আমরা হারিয়েছি।

আমি খুঁজতে থাকবো সেই গজদন্ত নির্মিত অলঙ্কার,
আমি ম্রিয়মান হতে থাকবো একটি বনজ ফলের জন্য।

তুমি কিছুই শুনতে পারবে না, বেথসেডা;
কেননা, ভালোবাসা
সমানভাবে তোমাকে আমাকে পাপাসক্ত করেছে।
সেই স্তম্ভিত জলাশয়ে
আর সবুজ জলরাশি কেবল থমথম করবে।

অথচ এমন একদিন ছিল, যখন বুকের উপরে,
সম্পূর্ণ চাঁদের মহিমা তুমি ফুটিয়েছিলে;
এবং নীরবে শুনছিলে সব মৃত মানুষদের কণ্ঠস্বর—
দেখছিলে, দেব-দূতীরা নিরভ্র আকাশে কেবলই ভাসমান

তোমার মুখশ্রীতে
সেই একটি মাত্র কাহিনীই প্রতিবিম্বিত ছিল।

বয়সের ভারে যদিও
এখন সে মুখশ্রী বলিরেখা ক্ষত,
আমি জানি বেথসেডা,
তবু আজ তুমি বিষণ্ণ······
যে বিষণ্ণতায় আজ তুমি আমি একাত্ম হয়ে গেছি।

অনুবাদ : আশিস সাণ্যাল

চাঁদের দীর্ঘতা

আনা বনটেমপস

তখন সেই সুবর্ণ সময়—
শেষ শব্দ করবে
এবং অগ্নিশিখা নিচে ফুলের মধ্যে নেমে যাবে।

চাঁদের সংক্ষিপ্ত সীমায়
দেখা যাবে
সমুদ্র রেখা এবং হলুদ বালিয়াড়ির চিহ্ন।

তখন হয়ত এই সব কথা ভাবা যাবে ; তবু
সেখানে অনেক কিছু থাকবে,
এবং অনেক কিছুকে আমাদের ভুলে যেতে হবে।

আমাদের চেনা জিনিসের মতই সেগুলি
প্রতিভাত হবে ;
পাথর গুলো যাবে ধ্বসে—
গোলাপ নিশ্চিত অন্ধকারে অস্তমিত হবে।

সেই নির্জনতার মধ্যে হয়ত আমরা
তখনও বেঁচে থাকতে পারি,
এক ধর্মঘটী দরজা বরাবর...
কিন্তু আমাদের কিছু বলবার থাকবে না।

অনুবাদ : আশিস সাণ্যাল

যে-দেশ আমেরিকা

ইভ মেরিয়াম

যে তুমি আজ অনেক উঁচুতে,
কী করে আমি তোমায় ছুঁতে পারবো ?
আমি এত ছোট···
এবং তবু তোমায় বলি আমার হাত ধরতে—
যাতে আমিও স্বাধীনভাবে বেড়াতে পারি।
ও আমার দেশের অপরাধ,

আমার স্বাধীন বিচরণের সুযোগ দাও !
কারণ যেখানেই আমি যাই,
এখানে এবং সেখানে,
বিরাট আমেরিকা দেশটার সবত্র
যতক্ষণ আমি স্বচ্ছন্দ বিচরণে সক্ষম এবং
অন্য লক্ষ লক্ষ লোক পারছেনা,
ততক্ষণ আমি অপরাধী।

যতক্ষণ আমি স্বাধীন সত্তায় চলছি আর
একজন তা' পারছে না, ততক্ষণ আমি অপরাধী।

অবশেষে আমি জানলাম।
এবং শেষ পর্যন্ত আমি অপরাধের
বোঝা বইতে শুরু করতে পারি।
সেই ভারি বোঝা বইবার একমাত্র পথকেই
আমি বেছে নিই।
তোমার সঙ্গে চলবার সে পথ। সূর্যালোকের পথ।

অনুবাদ : দক্ষিণারঞ্জন বসু

বুড়ো মজুরের গান

ওয়াবিং কানে

একটা জায়গা খুঁড়তে পারলে
জীবন ভর
জীবন ভর
মিল্‌ত মাটির মস্ত ফাটলে
দিগন্তর,
হঁ্যা, ভগবান !

একটা জায়গা খুঁড়তাম যদি
জীবন ভ'রে—
জীবন ভ'রে
হুঁচট খেতাম পাতাল অবধি
দিগন্তরে—
নিচের পাতালে গগণ ভরে—
হ্যাঁ, ভগবান।

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দূর মাদল

ওয়াবিং কানে

আমি উপমা নই, প্রতীক নই।
এই যা শুনছ তা শাখায় বাতাসের স্বর নয়
রাস্তায় বেড়ালকে খোঁড়া করার আওয়াজ নয়-এ
এ আমি, আমাকেই বিকলাঙ্গ করা হ'ল রাস্তায়,
এ আমি, আমিই কাঁদি, হাসি, অনুভব করি
যন্ত্রণা, আনন্দ।

আমি আছি তাই কথা বলি।
—এ আমার কণ্ঠস্বর।

এ কথা আমার। আমার মুখে
উচ্চারিত।
আমার-ই হাতে লেখা।
আমি কবি।
এ মুষ্টি আমার, যার আঘাত
তোমার কর্ণমূলে।

অনুবাদ : অসিতকুমার ভট্টাচার্য

ভু-কম্পন

ওয়ারিং কানে

সে-আরেকদিন,
পড়ুয়ার মগ্নপঠনের মতো
ঈশ্বর গড়েছেন বসুন্ধরা
অভিনিবেশে।

অবসিত পড়ুয়ার মতো, হঠাৎ
ঈশ্বর
তফাতে রেখেছেন পৃথিবীকে।

অনুবাদ : সমরেশ মজুমদার

বিশ্বরূপ

কে এল কুয়েস্টাস

এবং তারপর আমার আত্মায়
সূর্য বিস্ফোরণ
এবং সে আত্মা পুড়ে ছাড়খার।
সমগ্র মানবজাতির বেদনার
বন্যাকে আমি ধারণ করলাম
এবং সবাই ভাবলো
ও শুধু আমারই কান্না।

অনুবাদ : দক্ষিণারঞ্জন বসু

ঘটনা

কাউন্টী ক্যালেন

ঈশ্বর যে সৎ সন্দীহান নই—সদীপ্স, দয়াল,
নীচে দৃষ্টি রেখে তিনি বলুন কথার মারপ্যাঁচে
কেনবা মৃত্তিকাশায়ী তুচ্ছ কীট অন্ধ চিরকাল
কেন, যে-দর্পণদেহ তাঁরই বিম্ব, তারো মৃত্যু আছে।
সোজা করে বলে দিন কেন যন্ত্রণায় ট্যান্টালাস
তরল ফলের টোপে শিকার, বা, হোক তাঁর বলা
পাশব খেয়াল নাকি নিয়তি নির্দেশ—মিসিফাস
অশেষ সিঁড়ির ধাপ বেয়ে তার ঊর্ধে উঠে চলা।
দুর্বোধ্য যে পন্থা তাঁর, ঊর্ধে রণ ধর্মালোচনার,
কেবল ব্যক্তির মন বিকীর্ণ ছড়িয়ে আছে পড়ে
সামান্য জানার মত কিঞ্চিৎ ধারন, ধারনার
কী ভয়াল মনীষা যে ঈশ্বরের হাতও বাধ্য করে।
হাঁ, আরও আশ্চর্য দৃশ্যে ডুবে যাই বিস্ময়ের তলে,
একটি কবিকে কৃষ্ণকায় গড়ে, গান গাইতে বলে।

অনুবাদ : তরুন সান্যাল

পৃথিবীর আশ্চর্য

ক্লিফোর্ড মিলার

সাতটির মধ্যে তিনটি
দেখেছি আমি :
ম্যাডোনার বাহুদ্বয়ে ধরা একটি খোকা ,
একজন কামার্ত রোমিও—
যে তার জুলিয়েৎকে তার জন্যেই সোহাগ করছে
আর দেখেছি একটি নক্ষত্র এবং
অন্ধকার রাজত্ব যেখানে সে অটল ভাবে
পাহারা দিচ্ছে ।

অনুবাদ : সুনীল বসু

বিস্ময়

ক্লিফোর্ড মিলার

দেখেছিলাম
একটি উল্কাকে
গভীর আলোর পঙ্‌ক্তিতে
ছুটে যেতে,
আমি চেয়েছিলাম
অন্ধকার আকাশে
জেট বিমানের
ডানাগুলি মুড়ে
গভীর আনন্দ ধারায়
স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ।

অনুবাদ : স্বদেশরঞ্জন দত্ত

চিরাচরিত

ক্লড ম্যাকে

আমি কি খুঁজবো তাকে, প্রিয়তম, তোমার মন্দিরে ?
আঁধার শয্যায় মগ্ন সরীসৃপ প্রাণীর মতন—
যেখানেই খুঁজি তাকে...অথবা মমীর মত, ছিঁড়ে-
নেওয়া চির অপহৃত তাকে দেব ক্ষুব্ধ বিসর্জন !
দেয়নি সন্ধান তার অবিশ্বাসী সময়ের ঘর,
পুষ্পিত বৃক্ষের মত সংশয়ের উন্মত্ত জীবনে,
বিপ্লবে পাইনি তাকে—দীপ্তিময় চতুর তস্কর
খুঁজবো কি তাকে, হায়, ভগ্ন এই হাঁটুর বন্ধনে।

কী চিরাচরিত সত্য ? তোমাকেই শুধাল সারথি
সুদূর যুগান্তে যবে তুমি ছিলে দৃশ্যমান প্রিয়
অক্ষয় অব্যয় চির তন্ময় শব্দের ভারতী
ঈশ্বরের নির্বাচিত তাঁর স্নেহে একা বরণীয়।
মিথ্যা, ঘৃণা, আর এই লোভের বিপুল মর্ত্যে তাই
নতজানু আমি প্রিয় সত্যের সপক্ষে গান গাই।

অনুবাদ : অশোক চট্টোপাধ্যায়

জানি যিশু আমার কথা শুনেছে

চার্লস এল এণ্ডারসন

জানি, যিশু আমার কথা শুনেছে
কারণ সে আমার চোখে থু থু ছিটিয়ে দিল।
বলল, এই ছোঁড়া সরে যা—
তোর এই প্যানপ্যানানি কান্না আমি আর শুনতে চাইনা।

অনুবাদ : আশিস সান্যাল

একটি প্রশ্ন

চার্লস এল এণ্ডারসন

খুড়ো সাম
আমি কালো
বাড়ি আমার আলাবাম
তুমি আমাকে বলেছিলে এই বন্দুক নিতে
তোমার এবং স্বাধীনতার জন্য

কিন্তু খুড়ো সাম,
আমার কী করলে !
আমি কালো
বাড়ি আমার আলাবাম
যদি আমি লড়াই-ফেরতা বেঁচে আসি
স্বাধীনতার জন্য
তাহলে কি আমি আলাবামে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো ?

উত্তর : যখন তুমি সাবালক হবে, বাছা।

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

ডার্ক টাউয়ার থেকে

জর্জ লিওনার্ড এ্যালেন

আমরা নেব না বৃক্ষ রোপনের ভার চিরকাল
ফলন্ত সোনার গুচ্ছ যায় যদি অন্যের ভাঁড়ারে,
নীরবে সইব না আর হতচ্ছাড়া এই অবিচারে—
সামান্য লোকেরা যাতে ভাবে তার ভাইয়েরা জঞ্জাল ,

অথবা অন্যেরা যবে সুনিদ্রার আবেশে মাতাল,
অঙ্গ-সংবাহনে দিন কাটাব না মুরলী বাহারে।
দেব না বিকিয়ে প্রাণ হিংস্রতম-পশুর শিকারে,
আমাদের জন্ম হয়নি মানতে চির কান্নার কপাল।

রাত্রি, যার কৃষ্ণ বক্ষে ভাস্বর নক্ষত্ররাজি জ্বলে,
সে কি কম মোহনীয়া ও দেহের রঙ কালো বলে!
এমন তো কত ফুল আছে যারা আলোর ভিতরে
ফোটে না, পাপড়ি যার আলোতে কুঁকড়ে যায়, ঝরে!
তেমনি অন্ধকারে ঢেকে রক্তাক্ত এ হৃদয়ের ক্ষত
আমরাও লালন করি যন্ত্রণার বীজ অবিরত।

অনুবাদ : মনীন্দ্র রায়

শান্তি

জেমস সি ম'রিস

অবিরাম যারা লড়ে এসেছে
প্রায় কুড়ি বছর
সেই আমরা, সৃষ্টি কাঁপানো সব শত্রুতা
দিয়েছি ঘুচিয়ে।

নতুন বিয়ে করা বরকনের মত আমরা ঘুমোই,
আর সোনালী সেই কথা বলি কানে কানে।
তবু তোমার মুঠোয় ছোরার হাতল,
আর আমার হাত তলোয়ারের কাছে।

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

পঞ্চাশ বছর

জেমস্ জনসন

এ-দেশে আমার জন্মের অধিকার
অনেক শ্রমেই জিনেছি মাটির মন
আমরা করেছি পোড়োজমি কর্ষণ
আমাদের ঘামে সিক্ত মাঠের ধার।
তবু কি শুনবো আমরা দাসানুদাস
অথবা লাজেই মাথা কি করবো নিচু ?
দাঁড়িয়ে থাকবো বিদেশী দানোর পিছু
ভয়ে ভুলে যাবো অতীতের ইতিহাস ?

না, দাঁড়াও সোজা, ভয় করো চুরমার
শত্রু জানুক, আর নয় রেষারেষি
আমরা কিনেছি সঙ্গত অধিকার
এবং শুধেছি মূল্য যা তারও বেশি।

অনুবাদ : ধনঞ্জয় দাশ

আধুনিক নিগ্রো

জেমস্ এডওয়ার্ড ম্যাক কল্

সে শান্ত নির্ভীক চোখে পৃথিবীকে করে বিশ্লেষণ
দীর্ঘকাল ভুলে থাকা ক্ষমতায় সজাগ সম্প্রতি ;
পদে পদে মানুষের তৈরী সদ্য বেড়ার বাঁধন
রুদ্ধ করে প্রগতিকে, উদাসীন থাকে তার প্রতি।
দাঁড়ায় উন্নত শির, তাকে ঘিরে ঝড় বয়ে যায়,
গর্জায় অশনি, আর ছুটে আসে সাগরের তরঙ্গ উত্তাল।
সে হেসে ওড়ায়, নিজে ভাগ্য গড়ে ; বিদ্যুৎ চমকায়
রুক্ষ রূঢ় গন্তব্যের পথে তার, সে পথ ভয়াল।

সে দুরতিক্রমনীয় স্ফীংকস্‌ এর মতন,—দৃষ্টি সম্মুখে প্রসার
ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, দ্যাখে নতুন সাম্রাজ্য জাগে পুরানোর লয়ে ;
জাতের পাগল জাতি, রক্তপাতে প্রলুব্ধ দুর্বার,
দ্যাখে ঈশ্বরের হাত লিখে যায় দেয়ালের গায়ে ।
উদ্‌বুদ্ধ আত্মায়, জ্ঞানে, শারীরিক বলে
নিয়তিকে মুষ্টিবদ্ধ রাখে তার দুই করতলে ।

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

চিলান বসো চিলান

জে ফারলে রাগল্যাণ্ড

চিলান বসো চিলান বসো চিলান
যেখানে যাও নগরে দ্যাখো খিলান
কুরুশ বও, মুকুট পরো চিলান
এবার বসো চিলান বসো চিলান ।

সঠিক ঢুকে আসন করো দখল
মিটিয়ে দাও ঋণের বোঝা সকল
জোকার দেবে জগৎ-জোড়া নকল
চিলান বসো চিলান বসো চিলান ।

মুখ তোমার হলুদ কিংবা কালো
হাস্য করো, ভ্রূকুটি নাহি জ্বালো
সদাই সত্য, জগৎ-জোড়া ভালো
চিলান বসো চিলান বসো চিলান ।

শান্তভাবে ফুটিয়ে রাখো হাসি
করিৎকর্মা, পাবে বিজয়-বাঁশি
হবে সফল জাতির স্বপ্নরাশি
চিলান বসো চিলান বসো চিলান ।

অনুবাদ : শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার বিস্ময়

জে ফারলে র‍্যাগল্যাণ্ড

রুদ্ধ কারার দক্ষিণে কোন চাবি খুলে গেলে পর
বহুবিধ ফল দৃশ্যে সাজায় বৃক্ষের মর্মর
মনে ভেবে গোটা পৃথিবী রেখেছে দৃষ্টির নির্ভর
বিস্ময় মানি এই গৌরবে আমরা কি তৎপর…

শ্বেত চুম্বনে কৃষ্ণ ছেলের মৃত্যু ভয়ংকর
কৃষ্ণ মেয়ের সৈকতে শ্বেত লালসার নির্ঝর
অযুত কণ্ঠে ঘৃণা ও নিন্দা জড়ায় পরস্পর
বিস্ময় মানি এই গৌরবে আমরা কি তৎপর…

শ্বেত হস্তের প্রহারে সিক্ত শোণিত ক্ষরণ কৃষ্ণ দেহের ক্ষতে
আহত অশ্রু আর্ত বিন্দু ডিক্সির পথে পথে…

আমেরিকা জাগো, জাগরণে ভরো স্বকীয় প্রতিশ্রুতি
আজো অক্ষত হৃদয় সমীপে তোমার প্রেমের দ্যুতি !

অনুবাদ : তুষার চট্টোপাধ্যায়

আমি একটি যুবককে বলতে শুনেছিলাম

জুলিয়া ফিল্ডস

সতেজ বিকেলে,
  রৌদ্র-স্নাত বিকেলে,
    মৌমাছি মুখর বিকেলে,
      শান্তোজ্জ্বল বিকেলে
আমি একটি যুবককে বলতে শুনেছিলাম।

—যুদ্ধ—

যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ। যুদ্ধের কথা।
আরেকটা দশক। আরেকটা যুদ্ধ।
একটা বয়স্ক যুগ যুদ্ধের দিকে।
কোন প্রকারে আমি জীবনকে
ধ'রে রাখতে চাই!
আমার কি এসে যায়?
যুদ্ধ। যুদ্ধের কথা।

আমি নারী
দরোজার পাশে, ভাঙা দরোজার পাশে
কান পেতে শুনেছি
'কোনো প্রকারে আমি জীবনকে
ধ'রে রাখতে চাই

কেউ যেন এই সিদ্ধান্ত নেয়।
সেই
নিষ্পাপ শব্দের
প্রতিধ্বনি
আমার পিছনে পিছনে
সোপান বেয়ে নেমে আসে!
কেউ যেন এই সিদ্ধান্ত নেয়......

অনুবাদ : সুখেন্দু পুরকাইত

এবং তুমি কি বলবে

জোসেফ এস কটার

এসো ভাই,
চলো, আমরা দু'জন বিধাতার কাছে যাই।
এবং যখন আমরা দাঁড়াবো তাঁর কাছে
বলবো আমি,
'প্রভু, আমি ঘৃণা করিনি কখনো,
ঘৃণিত হয়েছি।
চাবুকে বাঁধিনি কোনজন,
চাবুক খেয়েছি।
কোন জমি করিনি হরণ,
অপহৃত আমারই জমিন।
বিদ্রূপ করিনা আমি কাউকেই
বরং বিদ্রূপে বিদ্ধ বন্ধু-প্রিয়জন।'

এবং তুমি কি বলবে ভাই, বলো?

অনুবাদ : ধনঞ্জয় দাশ

নিগ্রো সঙ্গীত

টি ডব্লু হিগিনসন

চাঁদ ওঠে আর তারা ওঠে ওই,
একথা জেনেছি আমি,
এই পৃথিবীতে রেখে যাবো হায়
শুধু এই দেহখানি।
আমি চন্দ্রালোকেতে হাঁটি
আমি তারকালোকেতে হাঁটি

এই পৃথিবীতে রেখে যাবো তাই
শুধু এই দেহখানি।
কবরের বুকে শুয়ে শুয়ে আমি,
বাহু প্রসারিত করি,
বিচারের তরে গোধূলি বেলায়,
যাত্রার কথা স্মরি।
তোমার আমার আত্মা জানিতো কবে,
সব দ্বিধা ভুলে নীরবে মিলিত হবে
এই পৃথিবীতে আমি আজ তাই
রেখে যাবো দেহখানি।
চাঁদ ওঠে আর তারা ওঠে ওই
একথা জেনেছি আমি।

অনুবাদ : বরুণ মজুমদার

সাদা আদমীর বোঝা

ডব্লু ই বি ড্যু বোয়া

পদ্মপাতাদের কৃষ্ণ কন্যা যে দক্ষিণ সাগর পাহারা দাও ;
বন্দী আত্মার ক্লান্ত চেতনা যে 'হা স্বাধীনতা' বলে বুক ফাটাও ;
তোমার ঝরনার গুনগুনানি আর গভীরে কানাকানি : ঈশ্বরের নামে
এ-ওকে চুমা খেয়ে একটি পৃথিবীকে বলেছে তারা, 'আহা ; নিদ্রা যাও !'

মেঘলা আকাশের ক্লান্তি মুছবে যে ক্রুদ্ধ হাওয়া তাকে পৃথিবী চায়
পূবের থেকে নয় পশ্চিমেও নয় মরণ চিৎকার ছাড়িয়ে যায় ;
বৃদ্ধ অতীতের প্রপিতামহ যেন স্বর্গ থেকে হানে বিষম যন্ত্রণা—
'প্রাচীন জাতি, জাগো' বলে সে মাথা খোঁড়ে ; ওঠোরে নারী' বলে বুক ভাসায়
মাঝরাতে যে শোক উথলে ওঠে, যেন এ সেই কান্না, গোঙানি, কান্না…
শাদার ভারে তবু চলতে পারে না সে, শ্বেত দুনিয়া তাকে চোখ রাঙায়।

সাদা দুনিয়ার কৃমিকীট আর নর্দমা :
লণ্ডনের সমস্ত ময়লা
নিউইয়র্কের যত জঞ্জাল
নারীভ্রষ্টকারী বীরের দল
নিরস্ত্র মানুষদের বিজয়ীগণ
জারজসন্তানদের নির্লজ্জ জন্মদাতারা
সোনার লোভে মত্ত হয়ে,
শাদা আদমীর মদ লালসা আর মিথ্যার বোঝা
যে সব সরল মানুষেরা বহন করছে
তাদের আত্মাকে একেবারে বিঁধে ফেলার জন্য,
রক্ত মাখা বর্শাফলকগুলিকে কৌশলে উঁচিয়ে রেখেছে।
কৃতজ্ঞতাহীন চিত্তে আমরা পূর্বদিকে ছটফট করি
কৃতজ্ঞতাহীন চিত্তে আমরা পশ্চিম থেকে যন্ত্রণায় কাতরাই ;
বনজঙ্গলের মালিকানাহীন জলাভূমি থেকে
কৃতজ্ঞতাহীন কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা সঙ্গীত রচনা করি :

> 'আমি ওদের ঘৃণা করছি, ওহো !
> ঘৃণা করছি সর্বান্তকরণে ;
> সেই ঘৃণাই করছি ওদের, ক্রাইস্ট !—
> নরক দেখে যে ঘৃণা জাগে মনে।
> যদি আমি হতাম ঈশ্বর
> ওদের ধ্বংস করতাম এই ক্ষণে
> আজই, সূর্য ডোবার আগে।'

—কে মূর্খদের উর্ধে গৌরবের পথ দেখিয়েছে
তারা কি মিশরের আর ভারতের কালা আদমীরা নয় ?
তারা কি ইথিওপিয়ার, ব্যাবিলনের, চীনের
কেউ ধূসর কেউ হলুদ রঙের মানুষেরা নয় ?
তারা কি ভোরবেলার ইহুদী সন্তানদের মধ্যে
অথবা রোম আর গ্রীস-এর দোআঁশলা মানুষদের ভিড়ে একদিন মিশে ছিল না ?
এ পর্যন্ত এ-ই তো কাহিনী...আর, তারপর ?

তারপর, যারা এই জারজদের ওপরে তুলেছিল
তারাই আবার এদের টেনে নিচে নামাবে :
গোল্লায় যাক এসব চোরের বাটপাড়ি
আর নরহত্যা আর মানুষকে নিয়ে তামাশা করা
গোল্লায় যাক মেয়েদের নিয়ে তাদের বাণিজ্য
আদর্শের নামে বুজরুকি আর বজ্জাতি ;
আর যুদ্ধের মাতলামো আর সমস্ত রাত ধরে কুৎসিত হুল্লোড়—

নিচে

নিচে

অনেক নিচে

যতক্ষণ না শয়তানের সব শক্তি লোপ পায় ;
যতক্ষণ না কোন অস্পষ্ট, আরো কালো মানুষ ডেভিড, মাটি খুঁড়ে বীজ বোনে-
আর বিবাহিতা কুমারী, ঈশ্বরের জননী
কালো ক্রাইস্ট-কে ফিরে জন্ম দেয়।
আর তখনই মনুষ্যত্বের সওদা
তা হলদে কালো অথবা শাদা যা-ই হোক না কেন,
আর দারিদ্র্য, আর বিচার, আর দুঃখ—
পতিত সরল আর শক্তিমানেরা একত্রে কাঁধে বইবে।
ভোরবেলার পুত্রদের সঙ্গে করে
আর গোধূলির কন্যাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে
তারা সকলেই তখন গান গাইবে :
মত্ত সাগরের পাহারাদার তুই, কয়লা পাহাড়ের কৃষ্ণা জননী !
ঝড়ে কোমর ভাঙা আত্মা তোর, তবু ভাঙতে শৃঙ্খল দিস বুকের মণি—
পাঁচ আঙুলে কারা ছিঁড়েছে তোকে তোর রক্তে মাখা বুক হচ্ছে তোলপাড় !
মানবকণ্ঠ-কে করছে বজ্র সে...তোর পৃথিবী জাগে......দেখরে, মুখ তার !

অনুবাদ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতঃপর

নেওমি লঙ্‌ মেডগেট

ঘুঘুরা কার্নিশে বসে ডানা নাড়ে --চঞ্চল ডানাটি,
এবং আমিও চলি ;
হে বিষাদ ! করুণতম নির্জন পাখিরা ওড়ে—ডানা নাড়ে ··
অস্তগামী সূর্যের উজ্জ্বল আকাশে ।

তাদের ডানার ছায়া,
রক্তিম দুঃখের মত ঘাসের উপরে পড়ে ;
হে বিষাদ ! করুণতম পাখিরা দিগন্ত হলে পর
শেষের পাখিটি উড়ে যায় ।

ঘুঘুরা দুরন্ত ডানা নেড়ে চলে,
এবং চিরন্তন বিদায়ের বার্তা নিয়ে
বিলম্বিত পাখিরাও চলেছে একাকী ;
হে অন্তিম বিষাদ ! এখনো নশ্বর ওরা,
যাদের পাখনা নেই
রক্তিম ছায়ায় যারা এখনো হাঁটতে পারে
নির্জন রাত্রিতে···আহা, নিঃসঙ্গ, একাকী,

অনুবাদ : সমীরণ মুখোপাধ্যায়

আবহমান

পল লরেন্স ডানবার

অতি বিলম্বিত শব্দ এই 'আবহমান',
এ কথা আমার জানা ছিল না, কোনো দিনও না।
কি আশ্চর্য, কালের ঘড়ির মৃদু শব্দও আমি শুনিনি !

যৌবন ডিঙিয়ে এ অনুভব বড়ো কঠিন ;
বোধগম্য কোনো দুঃখে হৃদয় মুখ তোলে না আকাশে,
অথচ আশা আর হতাশায়, সন্দেহে আর ভয়ে,
হায়রে মন, এখন আমার রক্তে রক্তে দাউ দাউ শিখা।

আমি জানি, এখানকার প্রতি রাত্রি
থৈ-থৈ নৈঃশব্দের হা-হা করা অন্ধকার নয়,
প্রতিটি দিন নয় নিঃসঙ্গ রাত্রির প্রতিবিম্ব ;
তাই দিন গুলি আর রাত গুলি আমার,—
স্বপ্নে স্বপ্নে অন্তহীন শান্তি, আমার সান্ত্বনা।

একটি কথা এত বিষণ্ণতায় ভেজা হতে পারে
এ আমার জানা ছিলনা, কোনোও দিনও না।
বিস্তীর্ণ বিস্মৃতির বিবর্ণতায় আমাকে জড়িয়ে নাও,
কি আশ্চর্য, আদি অন্ত আমি যে কিছুই শুনিনি !

অনুবাদ : দক্ষিণারঞ্জন বসু

সমব্যথী

পল লরেন্স ডানবার

আমি জানি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির হৃদয়ের জ্বালা ; হায় রে,
যখন উপত্যকার সানুদেশে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
যখন দোল খাওয়া ঘাসের আসরে বাতাস ধীরে ধীরে খেলা করতে থাকে,
স্বচ্ছ কাচের মতো স্রোতস্বিনী যখন ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়,
যখন ভোরের পাখি গান গেয়ে ওঠে, উন্মীলিত প্রথম কোরক থেকে
বাতাসে যখন মৃদু সুবাস ছড়িয়ে পড়ে,—
আমি অনুভব করতে পারি শৃঙ্খলিত পাখির মনের অবস্থা !

আমি জানি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি কেন ডানা ঝাপটায়,
নিষ্ঠুর বন্ধনীও অবশেষে রক্তে লাল হয়ে ওঠে ;
সে ফিরে যেতে চায় পূর্বতন খুশির মহলে
যেখানে অপার আনন্দে গাছের শাখায় দুলতে পারবে
সেই স্মৃতি তাকে পীড়া দেয়, প্রাক্তন যন্ত্রণা
একটা আশ্চর্য ব্যথা তার দেহমনে ছড়িয়ে পড়ে —
কেন তাই এই আত্মনিগ্রহ অনুভব করতে পারি !

আমি জানি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির সঙ্গীতের উৎস, হায় রে,
যখন তার ডানা রক্তাপ্লুত হয়ে ওঠে, অন্তঃস্থলের বেদনা জাগ্রত হয়
বারংবার সে দাঁড়ে আঘাত করতে থাকে মুক্তিলাভের বিপুল আগ্রহে ;
এ গান স্বতঃস্ফূর্ত গীতি বা জয়সঙ্গীত নয়,
হৃদয়ের অন্তর্লোক থেকে জেগে ওঠা অন্যতর এক প্রার্থনা :
একটি প্রতিবাদ, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উর্ধ্বলোকের স্বর্গকেও অতিক্রম
করে যায়—

আমি জানি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি কেন গান করে !

অনুবাদ : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

যখন তুমি এ ঘর থেকে যাবে চলে

ক্রস রাইট

বাতাস ভরা ফুলের গন্ধ যবে,
উজ্জ্বলতায়-সমস্ত মন রাঙিয়ে তোলে--
রক্ত-রঙীন গোলাপগুলি চুপে চুপে,
প্রায়ান্ধকার ধূসরতার মলিন ধূপে,
ফুটবেনা সে পাঁপড়িগুলি, অন্ধকার .....
ঘুম কখনও ভাঙবেনা সে সূর্যদ্বার।

অনুবাদ : বঙ্কিম গুহ

দড়ির ওপর আমি হাঁটবো

মার্গারেট ভ্যানার

আমি হাঁটবো সামনে টান-করা দড়ির ওপর
যদিও কপালে দেখা দেবে কুঞ্চন, বিমূঢ়তা, প্রশ্ন
সঙ্গী হবে আমার, আমি সতর্ক ভাবে
এগিয়ে যাবো। যদি আমি থামি, দীর্ঘশ্বাস ফেলি
মাটিতে অপরের চলার দিকে তাকাই, তাহলে
আমি পড়ে যাবো। আমাকে অনেক উঁচুতে তাল রাখতে হবে
হাতে ছাতাও নেই যে সামলাবো
পা কাঁপছে, নিচে জালও নেই
একটা ছড়িও নেই হাতে যে তাল রাখতে সাহায্য করবে।

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

সন্ধ্যার প্রতীক্ষা

মারিয়ান রোজডেল

হলুদ প্রজাপতি বসল ফুলে এসে,
একটা ছোট পাখি কু-উকু করল
দমকা বাতাস নাড়াল গাছপালা…
নদীর জলও তাতে নড়ল।

লম্বা ঘাসে ঢাকা কিনারে বসে বসে
শুনছি ঝিঁঝির ঝাঁঝালো ই-ই গান,
কখন ঢালু পথে ঝাপ্সা ছায়া ফেলে
আসবে বেলা যে হচ্ছে অবসান!

একলা গেয়ে গেয়ে ফুরিয়ে যায় গান,
ফুরিয়ে যায় দিন, জুড়িয়ে যায় আশা.
না যদি আসো তবে পাহাড়তলীতেই
রইল সমাধিতে আমার ভালোবাসা!

অনুবাদ : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

স্কুলে মিলতে না দেবার দাঙ্গা

রবার্ট ই. হ্যাডেন

কী ভাষায় বলবো আমি, কী ভাষায় দেবো ধিক্কার
অশ্লীল, অমানুষিক, কুৎসিত—
হায়, এর কোনোটাই, কোনোটাই ঠিক বোঝালো না
তারা খোঁড়ায়, তারা থমকায়
যখন ঈশ্বরে গদগদ মানুষেরা

হাতে বাইবেল, বিদ্রূপ আর পাথর ছুঁড়ে
চড়াও হয় কান্নায় ভাসা শিশুর ওপর

বীভৎস, নিষ্ঠুর—না ;
জনতার উন্মত্ত চীৎকারে
হারিয়ে যাওয়া কাতরানি এগুলো
কী ভাষায় বলবো আমি, কী ভাষায় দেবো ধিক্কার
কবিতা, আমাকে তোমার সখ্য দাও
যাতে এই দুঃসহ মৌন থেকে
মুক্তি খুঁজে নিতে পারি।

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

নিগ্রো সৈন্যদল

রস্কো সি জ্যামিসন

এরা সব সত্যকার বীর,
এরা—এই সৈন্যদল যারা দেয় ছুঁড়ে
সব পুরাতন স্মৃতি, হাঁটে আত্ম-বলির রুধির—
রঞ্জিত রাস্তায়—মেলে যে গভীর জোয়ারে তা দূরে
চলে যায়, নিজেদের মুক্তির আরতি
উপেক্ষিত হ'লে তাকে পেতে পায় ব্যথা আর প্রাণদান করে।
হে গৌরব ! হে সংস্কার ! চলে গেলে বল এই বীরদের প্রতি
স্বাগত, কেননা তারা তোমাদের কারণেই বিদ্ধ আজ ক্রুশের উপরে।

অনুবাদ : সুশীলকুমার গুপ্ত

তুমি জানো জো

রে ডুরেম

তুমি জানো, জো, এটা নেহাতই মজার ব্যাপার, জো !—
তুমি—তোমার জীবনের অনেকটা সময় টানাহেঁচড়া করেছ আমার জন্যে
ভয়ে শিউরে উঠেছ : পাছে যদি আমি একটি চাকরি জোটাই তোমার জন্যে
ভয়ে মুষড়ে পড়েছ : পাছে যদি আমি তোমার সঙ্গেই খাটিখুটি,
ভয়ে শিউরে উঠেছ : তোমার বোনকে যদি আমি ভালবাসি
অথবা সে আমাকে ভালবেসে ফ্যালে।

তুমি চাওনি : তোমার সঙ্গে আমি খাইদাই,
ভয় পেলে : তোমার সঙ্গে গিয়ে যদি বসি,
অথচ ঐ অ্যাটম বোমাটা, জো
আমাকে কিন্তু তোমার সঙ্গেই শেষ করে দিতে পারে।

এটা মোটেই ঠিক না, সত্যি না, জো ?
বরং আর একরকম বোম তৈরী করা উচিত
যা কেবল কালা আদমীদেরই শেষ করতে পারে।

অনুবাদ : বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

রূপান্তর

লুই আলেকজাণ্ডার

যা তুমি আমাকে দিয়েছিলে সেই
তিক্ততা নাও ফিরায়ে, কারণ
আমি চাই রূপ কমনীয় শ্যাম
উদ্দাম, যা হানে হৃদয়, আহা
যাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না।

সেই তিক্ততা দিলাম ফিরায়ে
অশ্রুতে ধুয়ে অমলিন করে
আহা সে এখন রূপ লাবণ্য
তাকে ত সময় নিরবধি কাল
ভূষিত করেছে রত্নে অলংকারে।

তাতেই ঢেলেছি রূপ কমনীয়
শ্যাম সুন্দর করেছি তাকেই
তার যাবতীয় কটু তিক্ততা
হরণ করেছি, লুটে পুটে নিয়ে
পরেছি অঙ্গে আমারই অঙ্গে, আহা!

অনুবাদ : রাম বসু

লেনিন স্তোত্র

ল্যাংস্টন হিউজেস

রুশ দেশের কমরেড লেনিন
পাথরের কবরে শয়ান,
পাশ দাও, কমরেড লেনিন
আমাকে যে দিতে হবে স্থান।

আইভ্যান্ আমি চেনা চাষী,
মাটিমাখা দুই পা আমার,
লড়েছি তোমারই সাথে সাথে,
কাজ সারা হয়েছে এবার।

রুশ দেশের কমরেড লেনিন
পাথরের কবরে অম্লান,
পাশ দাও, কমরেড লেনিন
আমাকে যে দিতে হবে স্থান।

চিকো আমি কালো কাফ্রি চিকো,
রৌদ্রে আখ কাটি মুঠি মুঠি,
বেঁচেছি তোমরই তরে কমরেড,
আজকে আমার হল ছুটি।

রুশ দেশের কমরেড লেনিন!
কবরেও অক্ষয় সম্মান,
পাশ দাও, কমরেড লেনিন
আমাকে যে দিতে হবে স্থান।

চাং আমি, লোহাশাল থেকে
শাংহায়ের পথে ধর্মঘটে
বিপ্লবের তরে অনাহারে
লড়ি মরি, ডরিনা সঙ্কটে।

রুশ দেশের কমরেড লেনিন
জাগ্রত সে পাথরে শয়ান।
জনযোদ্ধারা হুঁশিয়ার,
দুনিয়াই আমাদের স্থান।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

দীঘল মৌন

ল্যাংস্টন হিউজেস

তুমি কথা বলবার আগেই
তোমার নীরবতার ভঙ্গীকে
আমি জেনেছি।

প্রয়োজন নেই,
আরেকটি কথাও শুনে।

তোমার দীঘল মৌনের
প্রতিটিস্বর আমার আকাঙ্ক্ষা,—
আমি শুনেছি।

অনুবাদ : দক্ষিণারঞ্জন বসু

বাউল

ল্যাংস্টন হিউজেস

যেহেতু আমার বিসারিত মুখ
অবাধ হাসিতে প্রসন্ন,
এবং কণ্ঠ মজেছে গভীর গানে
তাই ভাবতে পারোনা কী দুঃখে আমি,
ধারণ করেছি ব্যথাকে আমার—
কতকাল, কতকাল !

যেহেতু আমার প্রসারিত মুখ
অগাধ খুশীতে প্রসন্ন,
শোনোনি আমার অন্তরতর কান্না ,
এবং যেহেতু আমার যুগল চরণ
শোভন নাচের ছন্দে,
যেহেতু জানোনা,
মরছি, এ আমি মরছি,
শুধু মরছি ।

অনুবাদ : দক্ষিণারঞ্জন বসু

শিঙাবাদক

ল্যাংস্টন হিউজেস

নিগ্রো
ওষ্ঠে তার শিঙা
দু চোখের তলে
ক্লান্তির কাজল রেখা আঁকা
সেখানে ধূমল স্মৃতি
ক্রীতদাস পণ্য জাহাজের
জানু ঘিরে তার
শব্দ ওঠে জ্বলন্ত বেতের।

নিগ্রো
ওষ্ঠেতার শিঙা
মাথাভরা আন্দোলিত চুল
হয়েছে নমিত
পেটেন্ট চামড়ায় পরিণত
হবে শেষে কুঁচকালো পাথরের মতো
সে পাথর রাজার মুকুট যদি হতো।

যে সঙ্গীত
তার ওষ্ঠে শিঙা থেকে ঝরে
মধুর মতন
মিশ্রিত রয়েছে তাতে গলিত অগ্নি তো
এবং যে ছন্দ
তার ওষ্ঠে শিঙা থেকে ঝরে
মনে হয় চরম আনন্দ
পুরনো ঈপ্সার থেকে বিন্দু বিন্দু ক্ষরে—

ঈপ্সা
আকাঙ্ক্ষা তা চাঁদকে পাবার
যেথা জ্যোৎস্না কলঙ্কিত তার
চোখের দৃষ্টিতে।
ঈপ্সা
আকাঙ্ক্ষা তাই সমুদ্র দেখার
যেখানে সমুদ্র হয় মদের গেলাস
চুমুকের পাত্রের আকার।
নিগ্রো
ওষ্ঠে তার শিঙা
গায়ের জ্যাকেটে তার
এক সারি সুন্দর বোতাম,
সে জানেনা
কোন গ্রামে সঙ্গীত পিছলায়
তার হাইপোডারমিক ছুঁচকে
ঠিক তার বুকে—

কিন্তু মৃদু লয়ে
যখন কণ্ঠের থেকে সুর উঠে আসে
সব কষ্ট
পরিণতি পায় এক মধুর সঙ্গীতে।

অনুবাদ: গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

দিদিমা

ল্যাংস্টন হিউজেস

দিদিমা
বৃত্ত পূর্ণ করে
শিশু রূপে ফিরেছে আবার।
কি আরামে
বসে আছে কলসটার উপর,
যেন মহা সিংহাসনে সমাসীন।
দিদিমা!

স্বপ্ন তার আবার উদ্দাম
যেন পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটি,
পরিপূর্ণ অফুরাণ প্রাণ,
মহাশক্তি, মহাভয়ংকরী
প্রতিটি মুহূর্ত কম্পমান
তাঁর ভয়ে।
দিদিমা।

সংসারে সবাই ত্রস্ত,
চুপে চুপে কথা বলে
পালিয়ে বেড়ায়,
নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে।
কাঁটা হয়ে রয়েছে সবাই
দিদিমার ভয়ে
ঐ যে উনি—
পরম পাকা শিশু
দিদিমা।

অনুবাদ : ভবানী মুখোপাধ্যায়

একটি কালো মেয়ের গান

ল্যাংস্টন হিউজেস

দক্ষিণের পথ বেয়ে দূরের ডিক্সি
(সেখানে হৃদয় আজ ছিন্নভিন্ন পাখা)
তারা তাকে ঝুলিয়ে দিল দোরাস্তার মোড়ে
দীর্ঘ ছাড়া নড়ে আমার কৃষ্ণকলি প্রিয়তমা দেহে।

দক্ষিণের পথ বেয়ে দূরের ডিক্সি
(দেখি তারই চূর্ণ প্রাণ বাতাসের ঘরে)
উন্মুখ শুধাই আমি শ্বেত প্রভু যিশুর মন্দিরে
কী লাভ তুমিই বলো প্রার্থনার অন্তিম প্রয়াণে।

দক্ষিণের পথ বেয়ে দূরের ডিক্সি
(এখন হৃদয় থেকে রক্ত ঝরে শুধু)
উলঙ্গ গাছের ডালে শুনি এক প্রেমের গোঙানি,
ভালোবাসা ; সে তো আজ ফাঁসিকাঠে নগ্ন ছায়া, প্রেত।

অনুবাদ : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

সুসান যখন জড়ায় বসন রাঙা

ল্যাংস্টন হিউজেস

সুসান যদি জড়ায় বসন রাঙা
মুখখানি তার বনেদি রক্তমণি
সময়ের ঘায়ে একটু বাদামি যেন।

নেমে এসো তবে তূরীয় তূর্য হাতে
হে আমার দয়াময়।

সুসান যখন জড়ায় রাতুল শাড়ি
রাজার ঘরনী মিশর খচিত রাত থেকে উঠেএসে
হেঁটে যায় আরবার।

বাজাও তূর্য হে আমার দয়াময়।

রক্ত বসনে খোদাই করা সুসান
আমার হৃদয়ে আগুন-ধরায় জড়ায় কামিনীলতা।

বাজাও রূপালি তূর্য স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষণায়
হে আমার দয়াময়।

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নিগ্রো কবিতার দুই দেশ

কবিতা হচ্ছে কবির আত্মগত হবার মাধ্যম। তাহলে কবিতায় কবির মানস পরিচয় উদঘাটিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আর যেহেতু কবিরা কেউ স্বয়ম্ভু নন, সুতরাং পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের আলো অন্ধকার তাদের ও বীণার তারে ঝঙ্কার তুলবে। কবিতাকে এই অর্থে বলা যেতে পারে প্রকাশের আনন্দ। জীবনের যে কোনো মৌল অনুভূতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই কবিতা। নিগ্রো কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই এই কথাগুলো স্মরণীয় এই কারণে যে, নিগ্রো কবিতার বিশেষত্ব সম্বন্ধে একটা সঙ্কীর্ণ মনোভাব আমাদের মনে জাগ্রত আছে।

আবার কবিতা যেহেতু প্রকাশের আনন্দ, সুতরাং জীবনের প্রতি প্রখর মমত্ববোধই যে কবিতার প্রধান উপাদান একথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। দেশ কাল ও চরিত্র ভেদে অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে। তবু কবি মানসের যে কোনো প্রতিসরণ জীবনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে। এই কারণেই দেখা যায়, মহৎ শিল্পী মাত্রেরই প্রাণের উত্তাপ উৎসারিত হয়েছে মানুষের স্বপক্ষে। মম জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে উপলব্ধি করেছেন যে, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছিল না বলেই তাঁর পক্ষে মহৎ শিল্পী হওয়া সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্র মনীষার পরিণতিও মানুষের প্রতি অসীম মমত্ব বোধ নিয়ে। হয়ত এই মমত্ব-বোধ উপনিষদের ভাবতীর্থে অবগাহন করে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। সুতরাং বলা যায় কবিতার মর্মমূলে রয়েছে জীবনের প্রতিকৃতি। নিগ্রো কবিতার গহন গভীরেও জীবনের এই জয়গান। সেই অর্থে নিগ্রো কবিতাও নন্দন কাননের অপরূপ শিল্প প্রতিমা।

তবু নিগ্রো কবিতার একটি স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট আছে। সমকালের ঘৃণ্য সামাজিকতা যাদেরকে ঘৃণায় অবহেলায় প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, তাদের মানসিক উচ্চারণে একটা বিপন্ন অভিধা অনুরণিত হবে, এটাই অনিবার্য। সূর্যের প্রতিবেশী এইসব কৃষ্ণকায় মানুষদের আজ পৃথিবী ব্যাপী জাগরণের দিন। এই চঞ্চল পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে, শেষ রজনীর তিমির শাসনকে বিনষ্ট করবার জন্য যদি তাঁদের কণ্ঠস্বর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, অথবা ভোর-বেলার বর্ণ বিহ্বলতার স্বপ্নে তাদের কণ্ঠ আবেগ মুখর হয়, তাহলে কবিতার

নন্দন ভূমি থেকে তাকে নির্বাসন দিতে হবে, এমন প্রস্তাবনা স্বীকার করা যায় না। বরং এক বিক্ষুব্ধ সময়ের আলো-অন্ধকারে, স্বপ্নে-জাগরণে, প্রেমে প্রেরণায় নিগ্রো কবিতা অনুপ্রাণিত। যে পরিমান পত্র-পল্লবে সজ্জিত হলে আমরা আরও উৎসাহ বোধ করতে পারতাম, হয়ত তা হয়নি; তবু তার বক্তব্যের গভীরতা, অনাস্বাদিত চৈতন্য এবং বিচিত্র অনুভব যে কোনো কাব্য রসিকের আন্তরিক অভিনন্দন লাভে সমর্থ হবে বলে আশা করি।

এক

হায় ছায়াবৃতা
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানব রূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

আয়তনে পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাদেশ এবং প্রাচীনতম ঐতিহ্যকে ধারণ করেও বাইরের পৃথিবীর কাছে কৃষ্ণ মহাদেশ রূপে পরিচিত হয়ে রইলো আফ্রিকা। প্রাকৃতিক সম্পদে অপরিসীম সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, গভীর অরণ্য প্রদেশ এবং বিস্তৃত মরুভূমি দেশটিকে বহু দেশের চেয়ে জন সংখ্যায় স্বল্পতর করে রেখেছে। আফ্রিকার সাম্প্রতিক ইতিহাস, ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের ইতিহাস। এই শোষণ কেবল খনিজ সম্পদ বা জমির উপরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মানুষকে পণ্যরূপে বিক্রয় করে, নারীর সতীত্ব হরণ করে সেখানে চলেছে এক ঘৃণ্য ব্যাভিচার। তবে সেই তিমির দৃপ্ত রজনার নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারকে বিনষ্ট করে এগিয়ে চলবার একটা দৃপ্ত বাসনা এখন আফ্রিকার অরণ্যে প্রান্তরে ধ্বনিত হচ্ছে।

এই শব্দিত প্রবাহই আফ্রিকার কাব্য আন্দোলনের কেন্দ্রমূলে সঞ্চারিত। ফরাসী গায়েনার কবি লিওন ডামাসই সর্বপ্রথম আফ্রিকার এই নব জাগ্রত চৈতন্যের একটা স্পষ্টতর অবয়ব নির্মানে অগ্রসর হন। প্যারিসে অবস্থান কালে তিনি নির্বাসিত নিগ্রোদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেন এবং তারই প্রবক্তা হিসেবে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—

My hatred thrived on the margin of culture
The margin of theories the margin of idle talk
With which they stuffed me since brith
Even though all in me aspried to be Negro
While they ransack my Africa.

ফরাসী পুলিশ এই ঘোষণাপত্রটি নষ্ট করে ফেলে। এর দুই বৎসর পর এইমি সিজার এটিকে নতুন শব্দের মাধুর্যে পুনরুদ্ধার করেন এবং নিগ্রো কাব্যআন্দোলনের মূল পথ প্রদর্শককে পরিণত হন। এনড্রে ব্রিটন তাঁর কবিতাকে সুরিয়ালিজমের চরম উৎকর্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রকাশভঙ্গী যতই সুরিয়ালিজমের নিকটতর হোকনা কেন, তাঁর কবিতার প্রাণ চাঞ্চল্য নির্ধারিত হয়েছে নিগ্রো মানসিকতার নবতর উদ্বোধনে। আফ্রিকার কাব্য আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি লেওপোল্ড সেদার সেনগোরের প্রস্থানভূমিও সিজারের সূচনান্তরের কাছাকাছি। তবে সিজারের মতো তাঁর আঙ্গিক প্রকরণের দিকে তেমন আকর্ষণ ছিল না। জাগ্রত নিগ্রো অনুভূতিকেই তিনি তাঁর কাব্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। মানুষকে ঘৃণ্য অবহেলিত করে রাখবার বিপক্ষে, শেতাঙ্গ মানুষের অপমানের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর তীব্র নির্ঘোষ হয়ে উঠেছে। 'পাপের রাত্রি,' 'স্মৃতি' প্রভৃতি কবিতায় একটা মৃত্যু চেতনা প্রসারিত। 'প্যারিসে তুষারপাত' কবিতায় প্রতীচী শেতাঙ্গ অবিচারে আফ্রিকার প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার চিত্র প্রস্ফুট হয়েছে। 'আগমন' কবিতাটিতেও মৃত্যু সম্পর্কিত চেতনা প্রখর। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রী রচিত তাঁর 'লাক্সেমবার্গ কবিতাটি তাঁর কবি চরিত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। সেখানে প্রতীচ্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানের প্রতি একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। কবিতার বাক্ প্রতিমা সম্বন্ধে তিনি বলেন—

...I still think that the poem is not complete until it is sung, words and music to-gether.

সেনগোরেব কবিতা যথার্থ ভাবেই এই অভিধাকে প্রমাণ করে। কবিতাকে সঙ্গীতময় করে তুলবার একটা সুতীব্র ইচ্ছা তাঁর কাব্যের সর্বত্র প্রসারিত।

ডেভিড ডিয়প বা বিরাগো ডিয়পের কবিতাতেও এই অনুভূতিরই প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়। বিরাগো ডিয়পের অধিকাংশ সময় সরকারী কর্মচারীরূপে আফ্রিকাতেই অতিবাহিত হয়েছে! শ্বেতাঙ্গ শোষণের দৃশ্য তাঁর চোখে আরো স্পষ্টতঃ হয়েছে বলে তাঁর কণ্ঠ আরো ক্রুদ্ধ এবং অপরিশীলিত। ডেভিড ডিয়পের মধ্যেও এই আবেগপ্রধান ক্রুদ্ধতাই প্রকাশিত। কিন্তু তাঁর কবিতার আঙ্গিক প্রকরণ আরো সংযত এবং কবিত্বময়। জীবনের অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তিনি করেন না, শুধু দৃশ্যমান অভিজ্ঞতাকেই ফুটিয়ে তুলবার তাঁর তীব্র বাসনা। এঙ্গোলার কবি আন্তোনিও জাসিনহো-ও আলোচ্য ধারার কবিগোষ্ঠীর অন্যতম।

কিছুটা বিষণ্ণতা এবং কিছুটা ব্যর্থতার সঙ্গে একটা তীব্র প্রতিবাদই তাঁর কবিতার সর্বত্র অনুরণিত। কঙ্গোর কবি চিকায়া উই টাম সি আলোচ্য কবি-চেতনার অনুসারী হলেও, তাঁর মধ্যে একটা স্বতন্ত্র সুরও পরিলক্ষিত হয়। পূর্বসুরী সিজারের প্রভাব বোধ হয় তাঁর মধ্যেই সর্বাধিক স্পষ্ট। কয়েকটি ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্প পরিবেশনের মাধ্যমে কবিতার অন্তরধর্মকে উজ্জ্বল করে তোলবার তিনি অধিকতর পক্ষপাতী। ফলে তাঁর কবিতায় একটা অনাস্বাদিত রহস্য বহমান। কবিতার অবয়ব নির্মাণে এই বিশেষ কবি-চেতনা একটা প্রবল প্রতিবন্ধক। কিন্তু ইউ টাম সি এই দুরূহ প্রতিবন্ধনতাকে সহজেই উত্তরণ করে কোথাও কোথাও এক আশ্চর্য প্রতিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কঙ্গোর নিহত প্রধান মন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বার কথাও স্মরণ করতে হয়। যদিও তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ রাজনীতিক হিসেবে, তবু আফ্রিকার কাব্য আন্দোলনে তাঁর একটি উল্লেখ্য ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার্য। নিগ্রো নব জাগ্রত মানুষদের ভাব-বিহ্বল আশাবাদ তাঁর কবিতায় প্রতিধ্বনিত। আফ্রিকার সাধারণ মানুষের মর্মর বেদনা তাঁর কবিতায় ভাষারূপ পেয়েছে।

এই মানবিক প্রতিবাদের সুরটিই আফ্রিকার কবিতার প্রধান উৎস। শুধু আফ্রিকার ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীর সমস্ত নিগ্রো কবিতারই সুর এই একই বীণার তারে ঝঙ্কৃত। চিকাগোর কবি ব্রুকস একটি প্রবন্ধে বলেছেন: Every Negro poet has something to say, simply because he is a Negro ; he cannot escape having important things to say. His mere body, for that matter, is an eloquence. His quiet walk down the street is a speech to the people. Is a rebuke, is a plea, is a school." বোধহয় এই কারণেই প্রখ্যাত জার্মান সমালোচক Jonheinz john নিগ্রো কবিতাকে একটা সমষ্টি-চেতনার ফসল বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তি সাপেক্ষ অনুভূতির পরিবর্তে সমষ্টির মর্ম-বেদনাই আফ্রিকার কবিতার প্রধান চরিত্র বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেছেন, "In Afiican poetry…the expression is always in the service of the content ; it is never a question of expressing oneself, but of expressing something... ।" তাঁর এই উক্তির আংশিক সত্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। বৈষ্ণব কবিতা বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাস্য, একথা স্বীকার করেও যেমন রবীন্দ্রনাথ একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ;

তেমনি নিগ্রো কবিতা সম্বন্ধেও এই অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। যে সামাজিক পরিবেশে নিগ্রো মানুষদের জীবন পরিবর্ধিত, সেই নিষ্ঠুর পরিবেশকে কেমন করে তারা ভুলে যাবেন ? অথচ সেই কালিক এবং স্থানিক চেতনার মধ্যেই তাঁরা সীমাবদ্ধ থাকেন নি। বিশেষতঃ পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধ থেকে যে নতুন কাব্য চেতনা প্রবাহিত, তা উপর্যুক্ত মতামতের সপক্ষেই সাক্ষ্য দেবে।

কবিতায় এই নতুন প্রতিশ্রুতির কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, পদানত দেশগুলির স্বাধীনতা লাভ, আফ্রিকার সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য-বোধের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই কৃষ্ণ-মহাদেশে ঔপনিবেশবাদের ইতিহাস মোটামুটিভাবে চারশত বৎসরের। তবে সমগ্র আফ্রিকাকে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়া হয় মাত্র বিগত শতাব্দীতে। সমস্তটাই যে আপোষে ঘটেছে, এমন নয়। তবে ভারতবর্ষে যেমন একটিমাত্র শক্তি প্রভুত্ব লাভ করেছিলো, আফ্রিকায় তা ঘটে নি। এই সব ঔপনিবেশিক শাসক সমূহের মধ্যে প্রথমেই বিদায় নিতে হয় ডাচদের। যদিও এখনো দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে এঁদের ক্ষমতা প্রবল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীকে আফ্রিকার উপর থেকে সমস্ত দাবী প্রত্যাহার করে নিতে হয়। ইতালী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তার আফ্রিকান উপনিবেশ সমূহের উপর অধিকার পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেও তথাকথিত ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের উপর জাতিপুঞ্জের অছিগিরি পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। এইভাবে ১৯৬০ সালের মধ্যে আফ্রিকার ৪৪টি দেশের মধ্যে ২২টি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। কঙ্গোর স্বাধীনতা লাভের পর আফ্রিকার উপর বেলজিয়ামের আর কোন প্রভুত্বই রইলো না। অতি সম্প্রতিকালে আরো কয়েকটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সর্বশেষ দেশ : মালাঅউর স্বাধীনতা লাভ মাত্র ক'দিন পূর্বের ঘটনা। আফ্রিকার জনতার এই নতুন রাজনৈতিক অধিকার লাভই তাঁদেরকে প্রথম মুক্তির আনন্দের ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। এই মুক্ত নবীন প্রভাতের জীবনই আফ্রিকার সাম্প্রতিক কবিতাকে নতুন পথ নির্দেশ দিয়েছে। যেহেতু এটাই তাঁদের নতুন জীবনের প্রথম সূর্যোদয় সুতরাং কাব্যপ্রকরণে কিছুটা ভাববিহ্বলতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র একটা গোষ্ঠী অনুভবের মধ্যে সমাহিত ছিল, তা আজ মুক্ত প্রাঙ্গনে এবং সুনীল আকাশে পরিভ্রমণের সুযোগ পেয়ে দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছে।

নতুন রীতির এই কবিতার সর্বাধিক প্রসার ঘটেছে ইংরেজী ভাষী নাই-

জিরিয়ার কবি সমাজের মধ্যে! আফ্রিকায় এতদিন কবিতীর্থ বলে সেনেগল প্রসিদ্ধ ছিল। ফরাসী-ভাষী এই দেশেই আফ্রিকার প্রথম কাব্য আন্দোলনের সূত্রপাত। কিন্তু আজ নাইজিরিয়া নতুন তীর্থভূমির দুয়ার উন্মোচিত করেছে। এই তীর্থক্ষেত্র কয়েকজন তরুন কবির পদধ্বনিতে মুখর। একমাত্র গাব্রিয়েল ওকারাকে বাদ দিলে, এই সব তরুন কবিদের সকলেই সুশিক্ষিত এবং ইংরেজী ভাষায় বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন। ইংরেজী ভাষার সংস্পর্শে এসে তাঁরা বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন। সম্পূর্ণ স্বাদেশিক পরিবেশে শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ লাভ করায় তাঁদের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সুর প্রখর হয়ে উঠেছে, যা অনেকটা ডিলন টমাস, হপকিনস বা এজরা পাউণ্ডের সমগোত্রীয় এবং কখনো প্রভাবিত। অবশ্য এঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র অর্জন করেছেন ওল সোয়িঙ্কা! তিনিই বোধহয় একমাত্র আফ্রিকার কবি, যাঁর মধ্যে আফ্রিকার ঐতিহ্য প্রতিবেশ সামাজিকতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেছেন : He is the first African poet to develop an elegant and good humoured style... ।" 'বৃষ্টি' কবিতাটির মধ্যে তাঁর প্রকৃতি চেতনার পরিচয় প্রস্ফুটিত। প্রকৃতির মধ্যে এক ঐশী শক্তিকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। মানুষ, প্রকৃতি এবং বিগত ঐতিহ্য নিয়ে রচিত হয়েছে তাঁর স্বরচিত জগৎ। সেখানে তিনি এক ভাববিমুগ্ধ সমাহিত কবি। রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে নিজেকে আচ্ছন্ন করে, তাঁর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর সদা ধ্বনিত হয়েছে।

জন পিপার ক্লার্কের কবিতাও সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি অনুভূতির কবিতা। 'নৈশ বৃষ্টি' কবিতাটিতে একটি বিশেষ মুহূর্ত এবং বিশেষ পরিবেশের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত চেতনা স্বপ্নিল ছায়াপথে প্রখর হয়ে উঠেছে। প্রেম, আনন্দ, বেদনা প্রভৃতি চিরন্তন মানবিক অনুভূতিগুলি কবির হৃদয় সঞ্জাত চেতনায় প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। গাব্রিয়েল ওকারার কবিতায় একটা রহস্যময়তা লক্ষণীয়। প্রতীকীধর্মী 'সেই কুহকী বাজনা' কবিতাটি আফ্রিকার আধুনিক কবিতার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। কবিতার আঙ্গিক প্রতিমাও অপরূপ। 'আধিয়াম্বো' কবিতাটির মধ্যে প্রেম চেতনা লক্ষ্যণীয়।

ইংরেজী ভাষাভাষী আফ্রিকার অপর নেতৃস্থানীয় কবি হলেন ঘাণার দেই আনং এবং লাইবিরিয়ার এইচ কেরী টমাস। তাঁদের রচনায় স্বদেশীর সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ সমধিক। সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকা থেকেও কিছু কিছু নতুন রীতির

কবিতা রচিত হচ্ছে। তরুণ কিকুয়্ কবি জো মুটিগা আফ্রিকান ঐতিহ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা রচনা করেছেন। মাদাগাস্কারের কবি জঁা জোসেফ র‍্যাবিয়ারিভ্যালোর কবিতাতে প্রতীকী কাব্য আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'কি অদৃশ্য ইঁদুরেরা' কবিতাটিতে লা-ফোর্গের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। র‍্যাঁবোর প্রভাবও তাঁর কবিতায় যে কোন কাব্যরসিক সহজেই আবিষ্কার করতে পারেন। একটি মাত্র প্রতীক কল্পনাকে সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রসারিত করে দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁকে আফ্রিকার কাব্য আন্দোলনে একটি স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে!

আফ্রিকার কবিতায় প্রেম ভাবনার স্বরূপটিও বিশেষ অনুধাবনীয়। এতে প্রেমের প্রসাধন কলা এবং সাধন বেগ, দুই-ই বর্তমান। পৃথিবীর যে কোন কালের কবিতাতেই এই প্রেম চেতনা বিদ্যমান। মানুষের সর্বানুভূতির স্বমহিম সম্রাট এই প্রেম। হেলেনের রূপমদিরা মত্ত ভালোবাসা ট্রয়ের সমস্ত ঐশ্বর্যকে করেছে ধ্বংস। বিশ্বাসঘাতিনী ক্লিওপেট্রার রূপের আগুনে দগ্ধ হয়েছে এ্যান্টনী। গয়টের শয়তানের ক্রিয়াকলাপ এই প্রেমেরই তির্যক কামনায় ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিলো। শেলীর কল্পনা বিরহজনিত বেদনায় অকাশচারী দূরত্বে হয়েছে নিরুদ্দেশ। কীটসের রূপারতিও ব্যর্থ প্রেমের 'aching joy' এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। কালিদাসের কাব্যও নরনারীর সম্ভোগজনিত অতৃপ্তির বেদনায় অনুরঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এই প্রেমেরই অমলিন স্পর্শে পরিশুদ্ধ আনন্দে অবগাহন করেছে। নিগ্রো কবিতাতেও এই চিরন্তন প্রেম অনুভবেরই ব্যাপক ফলশ্রুতি। কিন্তু যেহেতু দেশ-কাল ভেদে মানসিকতার বিবর্তন তাছে, তাই নিগ্রো প্রেমের কবিতায় রয়েছে একটা স্বতন্ত্র অভিধান। ফ্ল্যাভিয়েন রানাইভোর "দীনতম প্রেমিক সামান্য গান" কবিতায় আফ্রিকান ঐতিহ্যে প্রেমের একটি বিশিষ্ট রূপ পরিবেশিত হয়েছে। তিনিও জানেন—

" 'Tis better to have love and lost
Than never to have loved at all."

প্রেমিকার স্পর্শ পেলে প্রেমিকের মন নবীন রাগে রঞ্জিত হয়। তখন কোলাহল থেকে মন নির্জনতায় নিবিড় আতিথ্য কামনা করে। প্রেমের এই বিশ্বস্ত রূপটি জোসেফ কারিউকির 'আহ্বান' কবিতাটির মধ্যে প্রতিভাত। ভ্যালেন্তি মালাঙ্গটনার মধ্যে এই প্রেম আদর্শের আবার কিছুটা স্বতন্ত্ররূপ উদ্ভাসিত। তাঁর কবিতায় লোক-সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এমন কি লোক-সাহিত্যের

অশালিন শব্দ ব্যবহারেও তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। জন পিপার ক্লার্ক বা গাব্রিয়েল ওকারার প্রেমের কবিতা আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার প্রভাবে সংযত এবং অধিকতর শিল্পময়।

সুতরাং আফ্রিকার কবিতাকে কেবলমাত্র একটি অভিধা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। জঁ। পল সাঁতের বলেছেন, আফ্রিকার কবিতা the true revolutionary at our time, এবং the voice at a particular historical moment। তাঁর ব্যক্তব্যকে আংশিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া গেলেও আফ্রিকার কবিতার পূর্ণায়ত স্বরূপ হিসেবে কোনক্রমেই গ্রহণ করা যায় না। কেননা, নতুনকালের কবিতায় যে প্রখর ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত তা আফ্রিকার কবিতাকে এক নতুন অভিধায় উত্তীর্ণ করেছে। তবে সাঁতের এই উক্তিটি করেছিলেন ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে (?), সেনগোনের একটি কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধ রচনার সময়ে। আফ্রিকার কাব্য আন্দোলনে অবশ্য তখনো পর্যন্ত প্রবল প্রবাহ ছিল বিপ্লবী চেতনা। কাব্য আন্দোলনের সেই প্রেক্ষাপট বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। তাই আজ আফ্রিকার কবিতাকে কোনো নির্দিষ্ট অভিধায় চিহ্নিত না করে বলা যায়, কখনো প্রেমে, কখনো ঘৃণায়, কখনো সংগ্রামে, আফ্রিকার কবিতা প্রতিভাসিত। সাহিত্যের ইতিহাসে আফ্রিকার কবিতাও তাই উপযুক্ত অভিনিবেশের দাবী রাখে। পৃথিবীর কৃষ্ণকায় মানুষের আন্তরিক মর্ম উদঘাটনের এক বিচিত্র কবি-কর্ম রূপে এই কবিতা চিরকাল আদৃত হবে। ভাবীকালের কবিতা হয়ত আরো পুষ্পস্তবকে ভূষিত হয়ে কবিতার নন্দন কাননকে আরো রূপময় করে তুলবে।

দুই

আমেরিকার নিগ্রো কবিতার ভূমিকা কিছুটা স্বতন্ত্র। যদিও আফ্রিকাই তাদের মাতৃভূমি, তবু দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ, তাদেরকে সেই প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মূল পটভূমির সঙ্গে তাদের ব্যবধান আজ বিস্তর। দ্বিতীয় নিগ্রো লেখক সম্মেলনে স্যামুয়েল ডব্লু এ্যালেন একথা স্পষ্টতই স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন: our contact with Africa has been remote for centuries and both the natural and the consciously directed impacts of the enstavement were so shatter the African

cultural heritage. সুতরাং আমেরিকার নিগ্রো কবিতার স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে আমেরিকার নিগ্রো জাতির স্বতন্ত্র ইতিহাস এবং সামাজিকতার গহন গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

আমেরিকার নিগ্রো জাতির ইতিহাস কয়েক শতাব্দীর। অন্ধকার মহাদেশ থেকে যে সব নিগ্রোদের অপহরণ করে আমেরিকার বাজারে বিক্রয় করা হতো, আজকের আমেরিকার নিগ্রো মানুষেরা তাদেরই বংশধর। এইসব বিক্রীত ক্রীতদাসদের মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন কাব্য-প্রতিভা জাগ্রত ছিল। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ধরতে গেলে, আমেরিকার নিগ্রো কবিতার আরম্ভ সেই আলো-অন্ধকার যুগ থেকেই। নিগ্রো অনুপ্রবেশ আরম্ভ হওয়ার কিছুকাল পরেই ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে মিস লুসি টেরির একটি ছড়া কবিতা পাওয়া যায়। কবিতাটি রেড ইণ্ডিয়ান আক্রমনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে জুপিটার হ্যামন একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বোধহয়, এটিই আমেরিকার নিগ্রো সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। কাব্যের বিচারে গ্রন্থটি তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও, আমেরিকার নিগ্রো সাহিত্যের ইতিহাসে এর একটি নির্দিষ্ট অবদান আছে। আমেরিকার নিগ্রো কবিতার সেই প্রায়ন্ধকার যুগের অপর একজন উল্লেখ্য কবি ফিলিপ হুইটলি। মাত্র আট বৎসর বয়সে আফ্রিকা থেকে অপহরণ করে আমেরিকার বাজারে তাকে বিক্রয় করা হয়। সেখানে এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের আশ্রয়ে তিনি কিছু কিছু শিক্ষালাভ করবার সুযোগ লাভ করেন এবং মাত্র ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে এই কৃষ্ণাঙ্গ রমণী সম্পূর্ণ বাইবেল পাঠ করতে সমর্থ হন। তাঁর কবিতায় পোপ এবং মিলটনের প্রভাব থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার সাহিত্যে তাঁর একটি নির্দিষ্ট স্থান অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ভ্রমণকালে তিনি তদানিন্তন উত্তর আমেরিকার ইংরেজ রাষ্ট্রদূতকে প্রশ্ন করে একটি কবিতায় লিখেছিলেন

> Should you, my Lord, while you persue my song,
> Wonder from whence my love of Freedom sprung,
> I, young in life, by seeming cruel fate
> Was snatched from Africa's fancied happy seat :
> Such, such my case. And can I then but pray
> Others may never feel tyrannic sway ?

আমেরিকার নিগ্রো কবিতার প্রথম যুগের ইতিহাস এই বিপন্ন অনুভবের

ইতিহাস। এর প্রথম রূপান্তর ঘটলো পল লরেন্স ডানবারের আবির্ভাবের সঙ্গে। তাঁর কবিতায় দাসত্ব-জীবন থেকে আদিম সংকটহীন জীবনে প্রত্যাবর্তনের একটা স্বপ্নরঙীন কল্পনা দৃষ্ট হয়। জন্মসূত্রে তিনি আমেরিকার দক্ষিণ প্রদেশের লোক ছিলেন না। তাঁর মা ছিলেন দক্ষিণ প্রদেশের একজন ক্রীতদাসী। এই জন্মগত অধিকারেই তাঁর কবিতায় দক্ষিণ প্রদেশ সমূহের একটা প্রাকৃতিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

ডানবারের কবি-মানস সম্পূর্ণভাবেই রোমান্টিক ধাতুতে গড়া। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেছেন: His verse conveys the happiness, cheerfulness, and warmth of the fireside and smell of good home-made bread. নিগ্রো জীবনের বিষময় প্রতিচ্ছবিও তাঁর কবিতায় প্রতিধ্বনিত। কিন্তু সেই সুর নিতান্ত অসহায়ের সুর। বিরাট প্রতিবন্ধতাকে অপসারণ করতে না পারার শব্দহীন ক্রন্দন।

প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার নিগ্রো মানসিকতার প্রথম জাগরণ মহাযুদ্ধের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দিনগুলির মধ্যে। ডানবারের মৃত্যুর মাত্র আট বৎসর পরেই ইউরোপের আকাশে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। এই মহাযুদ্ধে আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রায় চারশত সহস্র নিগ্রো যুদ্ধে যোগদান করে। মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ এই তাদের সর্বপ্রথম। চিরকাল ক্রীতদাস রূপে যারা চরম নির্যাতনের মধ্যে জেনেছিল তাদের জীবনের মূল্য নিতান্তই স্বল্প, তারা এই প্রথম তাদেরও জীবনের যে মূল্য আছে, এ বিষয়ে সচেতন হল। মৃত্যুর গর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখলো তারা। দেশের জন্যে মৃত্যুকে বরণ করবার তাদেরও যে অধিকার আছে, এই বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ে তাদের মধ্যে একটা নবতর চেতনা জাগ্রত হলো। দেশের বাইরে এই সর্বপ্রথম তারা স্বাধীনভাবে পরিভ্রমণ করবার স্বাদ গ্রহণ করলো। সূত্রপাত হলো নিগ্রো জনতার নবজাগরণের। কবিতাতেও সেই নতুন কালের নব পরিবেশের প্রতিধ্বনি মুখর হয়ে উঠলো। বলা যায় আমেরিকার নিগ্রো কাব্য আন্দোলনের এটিই সুবর্ণময় প্রভাত। স্টার্লিং ব্রাউন নিগ্রো কবিতার এই নতুন প্রতিবেশকে কয়েকটি সূত্রে বিভক্ত করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে সূত্রগুলি নির্দেশ করা যাচ্ছে:—

ক. জাতীয় গৌরব এবং বহমান ঐতিহ্যের উৎস রূপে আফ্রিকাকে আবিষ্কার।

খ সমানাধিকারের দাবী।

গ. শেতাঙ্গ মানুষ কর্তৃক বৈষম্যমূলক আচারণের প্রতিবাদ।

ঘ. আমেরিকার ইতিহাসে নিগ্রো জাতির বিশিষ্ট অবদান নির্ণয়।

ঙ. গভীর আত্মজিজ্ঞাসা।

বস্তুতঃপক্ষে এই সূত্রগুলি আমেরিকার নিগ্রো জাগরণের ভিত্তিভূমিকেও সুদৃঢ় করেছে। একটা জাতি যখন জেগে ওঠে, তখন সাহিত্যে ও শিল্পে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটে। নিগ্রো আন্দোলনেও উপযুক্ত কারণগুলি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সর্বোপরি নিবিড় আত্মজিজ্ঞাসা তাদেরকে যথার্থ সাহিত্য রচনার পথেও অনুপ্রাণিত করছে। সেই উপলব্ধ চেতনা আজ নিগ্রো জাতিকে এমন এক স্তরে উত্তরণ করাচ্ছে, যেখান থেকে একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্য উপহারগুলি পরিবেশিত হবে। কবিতার নন্দন-কানন, পত্রে, পুষ্পে সজ্জিত হয়ে এক অপরূপ শ্রী ধারণ করবে বলে আশা করা যায়।

জাতীয় গৌরব এবং বহমান ঐতিহ্যের উৎস রূপে মাতৃভূমি আফ্রিকাকে আবিষ্কার নিগ্রো নবজাগরণের ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ত করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী আমেরিকার নিগ্রো আন্দোলনে এই মতবাদটি বিশেষ সক্রিয় ছিল। নিগ্রো নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেছিলেন, তাদের জীবনের এই বিষময়তার কারণ মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা। এই কারণেই মার্কাস গ্রেভী "আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন কর" আন্দোলন আরম্ভ করেন। নিগ্রো কবিতাতেও এই সুরটি ধ্বনিত হয়। আরনা বনটেমপস্ এর 'বেথসেডায় নিশীথ' কবিতাটিতে এই মনোভাবই বিকশিত। মৃত্যুর পরেও যদি কোন পথ থাকে, তাহলে সে পথ দিয়েই কবি আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করবেন। সেখানকার নারিকেল ছায়ায় জীবনকে করবেন পরিশুদ্ধ। শেতাঙ্গ মানুষদের নিষ্ঠুর বৈষম্যমূলক ব্যবহারই যে তাদের মনে এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে অধিকাংশ নিগ্রোই একথা স্বীকার করে নিতে পারলেন না। কেননা, দীর্ঘদিন এদেশে বাস করে, এই দেশকেই তারা মাতৃভূমি বলে জেনেছেন। Negro writers and His Relationship to his Roots' প্রবন্ধে এই সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করে সুণ্ডারস রেডিং বলেছেন, American Negro writer is just an American with a dark skin." অধিকাংশ নিগ্রো লেখক সম্পর্কেই একথা সত্য। ইভ মেরিয়ামের 'যে দেশ আমেরিকা' কবিতাটিতে আমেরিকাকেই স্বদেশ বলে মেনে নিয়ে অগ্রসর হবার শপথবাণী ধ্বনিত হয়েছে। কবি জেনেছেন, এই পথই সূর্যালোকের

পথ। লেসলি এম কলিংস এই কথাই আরো সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে বলেছেন—

> I'm an American,
> I pledge allegiance to the flag,
> And I sing 'My Country 'tis of thee'
> I do !
> Believe me, And love me.

স্নতরাং দেখা যাচ্ছে, আমেরিকাকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করে নিয়েই আমেরিকার নিগ্রো কবিতার যাত্রারম্ভ। তাদের মাতৃভূমি আমেরিকাতে বর্ণ বৈষম্যের বিষময় প্রবাহে তাদের জীবন দগ্ধ। মানুষ হয়েও তারা মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেই মানবিক অধিকারকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমস্ত মানুষের সমান অধিকার চাই। সুণ্ডারস্ রেডিং বলেছেন—

···dishonour, bigotry, hatred, degradation, iujustice, arrogance and obscenity to flourish in American life ; and it is the right and duty of the Negro writer to say so—to Complain."

আমেরিকার নিগ্রো কবিতার একটা বিরাট অংশই বোধ করি এই বৈষম্য মূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। চার্লস এল এণ্ডারসনের 'একটি প্রশ্ন' কবিতায় এই মনোভাবই প্রতিভাত। এণ্ডারসনের কবিতা কোথাও আবার বিদ্রুপধর্মী হয়ে উঠেছে। জেমস সি মরিস, জুলিয়া ফিল্ডস্, কাউন্টি ক্যুলেন, ডব্লু ই বি ড্যু বোয়া, রে ডুরেম প্রমুখ কবিদের কবিতায় বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন ছন্দে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। জে ফারণে রাগল্যাণ্ডের "চিলান বসো চিলান" কবিতাটি ভার্জিনিয়ার একটি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। নতুন অহিংস পন্থায় বর্ণ বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার ক'দিন পর কবিতাটি রচিত হয়। ছন্দের অপরূপ মাধুর্যে সমানাধিকারের দাবীই কবিতাটির মধ্যে প্রকাশিত। ড্যু বোয়া, রে ডুরেম বা রবার্ট হ্যাডেনের কণ্ঠস্বর অতিশয় ক্রুদ্ধ। এই ক্রুদ্ধতা অনেক ক্ষেত্রেই কবিতার প্রাণ সম্পদকে ব্যাহত করেছে, তবে এই সঙ্গে নিগ্রো জাতির আলোচ্য পটভূমির কথাও স্মরণ রাখতে হবে। প্রসঙ্গত ল্যাংস্টন হিউজেসের নামও উল্লেখ্য। নিগ্রো কবিতার ইতিহাসে তাঁর নামটিই সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর কবি জীবনের সূত্রপাত

বিদ্রোহে। কলেজের ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটিই তাঁকে আমেরিকার কাব্য আন্দোলনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কবিতাটি থেকে কয়েকটি পংক্তি নিদর্শন হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে—

"I've known rivers :
I've known rivers ancient as the world and
Older than the flow of human blood in
human veins.
My soul has grown deep like the rivers.

কবি হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তবে এটুকু বলা যেতে পারে, তাঁর কবিতায় যেমন একদিকে বিদ্রোহের ভাব স্পষ্ট, তেমনি চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্য বোধেও তাঁর কবিতা উচ্চকিত। ক্লড ম্যাকে স্পষ্টতই "আমরা যদি মরি" কবিতায় জানিয়েছেন, নিগ্রো মানুষদের বাদ দিয়ে আমেরিকার ভবিষ্যৎ ইতিহাস কিছুতেই উজ্জ্বল হবে না। ওয়ারিং কানে এই কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে একটা স্বাতন্ত্র আছে। তাঁর কবিতা সুরেলা অথচ বিদ্রূপ এবং কটাক্ষে পরিপূর্ণ। জনৈকা সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন : ···jelus, chides, argues on street corners, attacks or just plainly sings for the pleasure of singing." জর্জ লিওনার্দ এ্যালেনের 'ডার্ক টাওয়ার থেকে' কবিতাটিতে একটা বিষন্নতার সুর প্রবাহিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিষন্নতাকে জয় করবার জন্যে একটা দুর্মর বাসনাও এখানে পরিলক্ষিত।

দৃশ্যমান এই সামাজিকতাকে উত্তরণের জন্যই কবিরা অতীতচারী হয়েছেন। ইতিহাসের মণিকোঠায় সঞ্চিত নিগ্রো জাতির গৌরবময় স্মৃতিগুলি আবিষ্কারে মগ্ন হয়েছেন তারা। আমেরিকার নিগ্রো কবিতায় ক্ষীণভাবে হলেও, এই অতীতচারী হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। আমেরিকার ইতিহাসে নিগ্রো জাতির গৌরব স্থানটি নির্ধারণ করে বর্তমানে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছেন কবিরা। এই ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁদের গভীর আত্মজিজ্ঞাসা। ফলে কবিতায় এক নবীন রূপান্তরের ইঙ্গিত পরিস্ফুট। সাম্প্রতিক কবিতার পথ নির্দেশ দিতে গিয়ে তাই হিউজেস বলেছেন :

Color has nothing to do with writing as such. So, I would say, in your mind don't be a colored writer even when dealing in racical material. Be a writer first. Like an egg : first egg ; then an Easter egg, the color applied.
[Writers : Black and White]

হিউজেসের এই উক্তির ভেতর দিয়ে এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে, কেবলমাত্র আন্দোলন সচেতন নয়, নিগ্রো কবিতা সাহিত্য সচেতনও বটে। কবিতাকে মানুষের সমস্ত উপলব্ধির বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে প্রসার করে দিতে হবে, একথা তারাও অনুভব করেছেন। আমেরিকার নিগ্রো কবিতার প্রেম ভাবনাও তাই বিচিত্র এবং অভিনব। হিউজেসের "দীঘল মৌন", "বাউল", "একটি কালো মেয়ের গান" বা "সুসান যখন জড়ায় বসন রাঙা" প্রভৃতি কবিতায় প্রেম এবং প্রকৃতি চেতনার বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশিত। প্রেম প্রিয়তমকে নবীন রূপে সৃষ্টি করে। সুসানের দেহ মাধুর্য তাই কবির চোখে অপরূপ। হৃদয় আলোড়িত করে সেই সৌন্দর্য ক্রমশ দীঘল হতে থাকে।

মারিয়ান রোজডেলের 'সন্ধ্যার প্রতীক্ষা' কবিতাটিও প্রেম কবিতার একটি বিশিষ্ট সংযোজন। ক্রুস রাইট, টি ডব্লু হিগিনসন প্রমুখ কবিদের রচনায় প্রেমের রূপময় পটভূমি অনুরঞ্জিত।

নিগ্রো কবিতার এই বিশুদ্ধ উচ্চারণের কথা মনে রেখে, তাই গর্বের সঙ্গেই একথা বলা যায়, আমেরিকার সাহিত্যে নিগ্রো কবিতার স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়। কেবলমাত্র মানবিক প্রশ্নেই নয়, শিল্পময় আঙ্গিক প্রকরণ ও ভাব-বৈচিত্রেও নিগ্রো কবিতা অভিনবত্বের দাবী রাখে। জেমস্ ওয়েল্ডন জনসনের ভাষায় বলা যায়, নিগ্রো কবিতাও, always noble and their sentiment is exalted. Never does their philosophy fall below the highest and purest motives of the heart." [The book of American Negro spirituals]

তিন

নিগ্রো কবিতার দুই দেশ : আফ্রিকা এবং আমেরিকা। ভাববস্তু বা আঙ্গিক প্রকরণে উভয় দেশের কবিতায় একটা ব্যবধান স্পষ্ট। তবু মৌলিক বিশ্লেষণে উভয়ের মধ্যে রয়েছে একটা নির্মল যোগসূত্র। দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে মনুষ্যত্বের নামে যে কবিমন উৎসর্গীকৃত, নিগ্রো কবিতাও তারই সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তাই নিগ্রো কাবতারও একটি বিশিষ্ট স্থান স্বীকার করে নিতে হবে।

আশিস সান্যাল